চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২৮ বৈশাখ – ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ঃ ১১ মে – ১৭ মে, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 28, 11 May - 17 May, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গার্ডেনরিচে নির্মিয়মান বহুতল ভেঙে পড়ার পর বাড়ি

ভাঙতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পুরসভাকে। কলকাতা হাইকোর্ট এবার কলকাতা পুলিশকে পুরসভাকে সাহায্যের জন্য টাস্ক ফোর্স গড়ার নির্দেশ দিল।

রবিবার : ২০১৬ র এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে টালবাহানা চলছে। এবার ২০১৬ র প্রাথমিক টেট পরীক্ষার বৈধতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনিও পাশ ফেলের তালিকা দিতে প্রাথমিক পর্ষদ দিতে পারবে কিনা জানতে চেয়েছেন।

সোমবার : হিসাব না দিলে মিলবে না পরবর্তী বরাদ্দ। কেন্দ্রের

এই মনোভাবকেই অনুসরণ করল রাজ্য। সকলের জন্য বাড়ি প্রকল্পে পুরসভাগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হল। মাসের দশ তারিখের মধ্যে হিসেব না দিলে মিলবে না বরাদ্দ।

মঙ্গলবার : হুগলির পাণ্ডুয়ায় বল ভেবে জলাশয়ের ধারে

খেলতে গিয়ে বোমার আঘাতে প্রাণ গেল এক শিশুর। জখম আরও দুই নাবালক। পশ্চিমবঙ্গ কি বারুদের স্তুপ? এই প্রশ্ন নিয়ে ভোটের আবহে শুরু হয়েছে রাজনীতি।

বুধবার : হাইকোর্টে চুপ করে থেকে অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে যোগ্য

প্রার্থীর সংখ্যা মুখে বলল এসএসসি। এবার তালিকা দেওয়ার পালা। তবে সময় পাওয়া গেছে বেশ খানিকটা। পরবর্তী তারিখ এবারের ভোট পেরিয়ে ১৪ জুলাই।

বৃহস্পতিবার : এ রাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা

শ্লীলতাহানির অভিযোগের জবাব দিতে অভিযুক্ত দিনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশের কথা জানালো রাজভবন। চাওয়ার ভিত্তিতে প্রথম ১০০ জনকে দেওয়া হবে এই ফুটেজ।

শুক্রবার : বাসভাড়া নিয়ে টালবাহানায় রাজ্যে প্রায় উঠেই

গিয়েছে সরকার নির্ধারিত ভাড়া। অলিখিত বাড়তি ভাড়াতেই চলছে যাতায়াত। উঠে গেছে সরকারি তালিকা। কোর্টের গুঁতো খেয়ে সেই তালিকা ফেরাতে জারি হল নির্দেশ।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বঙ্গবাসী ভুগছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিসেবার ঘাটতিতে

কুনাল মালিক, আলিপুর : কুনাল মালিক : 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, অর্থের অভাবে যেন কোনও গরিব মানুষের চিকিৎসা বন্ধ না হয়। আমরা এটা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি যে, আমাদের গরিব পরিবারগুলিও যেন বাড়ির কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত ভালো চিকিৎসা পেতে পারে।' এই উক্তিটি করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলের জন্য ব্যয় সাধ্য সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে। যদিও আমাদের বঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যপরিসেবার প্রচার এবং প্রসারে যথেষ্ট ঘাটতি আছে। এমন কিছু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যপরিসেবা আছে যা এ রাজ্যের মানুষ জানে না। যেমন বিশ্বের বৃহত্তম বীমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে এ রাজ্যে এখনো শাসক দল সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। যদিও বর্তমানে জানা যাচ্ছে অনেকেই অনলাইনের মাধ্যমে এই প্রকল্পের কার্ড করিয়েছেন। রাজ্য সরকার তাদের প্রবর্তিত স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের ওপরই গুরুত্ব দিচ্ছে। অথচ এই স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের মানুষ সুলভে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অনেক ক্ষেত্রেই। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে কী আছে? এই প্রকল্পে পরিবার পিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যাবে। গোটা ভারতবর্ষে ২৬ কোটিরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ৫.৭ কোটির বেশি মানুষ বিনামূল্যে এই প্রকল্পে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। দীর্ঘস্থায়ী জনসাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামো তৈরি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর ভারতজুড়ে এই প্রকল্প চালু হয়। এই বঙ্গের মানুষ কেন্দ্রীয় এই প্রকল্প থেকে আজও বঞ্চিত আছে। ২০১৪ সালে দেশে মোট আটটি এইমস ছিল। ২০২৩ সালে সেই সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় ২৩। যার মধ্যে আমাদের রাজ্যের কল্যাণীতে একটি এইমস গড়ে উঠেছে। সেখানে মানুষ কীভাবে পরিষেবা পেতে পারে সে প্রসঙ্গেও তেমন কোনও প্রচার নেই। পিএম জনঔষধি যোজনা প্রসঙ্গে রাজ্যের মানুষ অথৈ জলে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৯৯৯৬ টিরও বেশি প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রে কম দামে গুণমান সম্পন্ন ওষুধ পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রগুলোতে ব্যান্ডেড মেডিসিনের তুলনায় ৫০ শতাংশ থেকে ৯০শতাংশ পর্যন্ত কম দামে ওষুধ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গেও এই ধরনের কেন্দ্র আছে তবে সেগুলো কোথায় অবস্থিত অনেকের কাছেই তা অজানা। অঙ্গদান প্রক্রিয়াকে সহজ করতে সক্ষম ব্যক্তিদের অঙ্গদানের অঙ্গীকার নথিভুক্তির জন্য এনওটিটিও ওয়েবসাইট চালু হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

মাদক উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

জাহেদ মিস্ত্রী, বারুইপুর : মাঝপুকুর গ্রামে মাদক উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত হল পুলিশ। গত শুক্রবার এসডিপিওর নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার বিকেলে বারুইপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে বৃন্দাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাছপুকুর এলাকায় বাবু নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে মাদক লুকানো আছে। খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ বাবুর বাড়িতে অভিযানে যায়। অভিযান চলাকালীন তাদেরকে কয়েক হাজার মানুষ ঘিরে ধরে। পুলিশ কর্মীদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখা সহ লাঠি–রড বঁটি দিয়ে তাদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। চারজন সাব–ইন্সপেক্টর, ৩ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর সহ মোট ১৩ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়। পরে সন্ধ্যেবেলা এসডিপিও বারুইপুর অতীশ বিশ্বাস ও আইসি বারুইপুর সমজিৎ রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। এরপর পাঁচের পাতায়

বেড়েছে স্পর্শকাতর বুথ এবার আরও টাফ ম্যাচ

শক্তি ধর : গত তিন দফায় দেশের অর্ধেক আসনের ভোট সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যে হয়েছে চার ভাগের এক ভাগ। এ পর্যন্ত ম্যান মার্কিং, জোনাল মার্কিংএ ভালোভাবেই ম্যাচ উতরে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

এবার কিন্তু যত নিচের দিকে নামছে তত আরও টাফ ম্যাচ আসছে। তৃতীয় দফায় রাজ্যে ২৩.৫ শতাংশ বুথ স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গতবার বর্ধমান–দুর্গাপুরে প্রথম দুই প্রার্থীর ব্যবধান ছিল মাত্র ২৪৩৯। ফলে এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কেন্দ্র সামলাতে হবে চতুর্থ দফায়। সঙ্গে রয়েছে টাফ ফাইটার বহরমপুর। কড়া বার্তা দিতে ইতিমধ্যে সেখানকার আইসিকে সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। এই দফার আরও ৬কেন্দ্র কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, আসানসোল, বোলপুর এবং বীরভূম ম্যাচও এবার টাফ হতে চলেছে বলে খবর।

অবশ্য সামনের টাফ ম্যাচগুলি খেলতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কমিশনও। বুথ মার্কিং করতে বাড়ানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা। চতুর্থ দফায় ৫৯৬ কোম্পানির মধ্যে বুথে থাকবে ৫৭৮ কোম্পানি। জোন মার্কিং করতে বাড়ছে কিউআরটি। এবার খেলা দেখাতে জোর দিয়ে নামানো হচ্ছে ওয়েব ক্যামেরাকে।

তবে সামনের টাফ আরও টাফ ম্যাচগুলোতে কমিশন তার জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

বরুণ মণ্ডলের সংযোজন : অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায়

২০১৯ এর ভোটপ্রাপ্তি

কেন্দ্র	কংগ্রেস	বাম	বিজেপি	তৃণমূল
বহরমপুর	৫৯১১০৬	১৩৩৬২	১৪৩০৩৮	৫১০৪১০
কৃষ্ণনগর	৩৮৩০৫	১২০২২২	৫৫১৬৫৪	৬১৪৮৭২
রানাঘাট	২৩২৯৭	৯৭৭৭১	৭৮৩২৫৩	৫৪৯৮২৫
বর্ধমান পূর্ব	৩৮৪৭২	১৭৫৯২০	৫৫১৫২৩	৬৪০৮৩৪
বর্ধমান–দুর্গাপুর	৩৮৫১৬	১৬১৩২৯	৫৯৮৩৭৬	৫৯৫৯৩৭
আসানসোল	২১০৩৮	৮৭৬০৮	৬৩৩৩৭৮	৪৩৫৭৪১
বীরভূম	৭৫৫৪৬	৯৬৭৬৩	৫৬৫১৫৩	৬৫৪০৭৭
বোলপুর	৩০১১২	৯১৯৬৪	৫৯২৭৬৯	৬৯৯১৭১

আগামী ১৩ মে এ রাজ্যের ৮ টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন আছে। কেন্দ্র গুলির মধ্যে রয়েছে বহরমপুর(১০), কৃষ্ণনগর(১২), রানাঘাট(১৩), বর্ধমান–পূর্ব(৩৮), বর্ধমান–দুর্গাপুর(৩৯), আসানসোল(৪০), বোলপুর(৪১) ও বীরভূম(৪২)। মোট এই ৮ টি লোকসভা কেন্দ্রে ১৬ জন মহিলা প্রার্থীসহ মোট প্রার্থী রয়েছেন ৭৫ জন। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৫ জন, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১১ জন, রানাঘাট কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৭ জন, পূর্ব বর্ধমান জেলায় বর্ধমান–পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৭ জন, পশ্চিম বর্ধমান জেলার বর্ধমান–দুর্গাপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৮ জন, আসানসোল কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৭ জন এবং বীরভূম জেলার বোলপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৮ জন আর বীরভূম কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১২ জন।

এ রাজ্যের চতুর্থ দফার লোকসভা নির্বাচনে যে ৭৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন তাদের মধ্যে ৭ জন সাংসদ পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরা হলেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী (বয়স : ৬৮)। শেষ পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ শতাংশ (+ ১,০২,৩৩,৩৬৩ টাকা)। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সদ্য প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র (বয়স : ৪৯)। শেষ পাঁচ বছরে এই প্রাক্তন সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২ শতাংশ (+ ৮৫,৭১,৯১৬ টাকা)। রাণাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বর্তমান সাংসদ জগন্নাথ সরকার (বয়স : ৬১)। শেষ পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৭ শতাংশ (+ ৪৭,০৬,৪৯২ টাকা)। বর্ধমান–দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বর্তমান সাংসদ দিলীপ কুমার ঘোষ (বয়স : ৫৯)। শেষ পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০২ শতাংশ (+ ১,৩৭,০৯,১২৭ টাকা)। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান সাংসদ শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিনহা (বয়স : ৭৭)। শেষ দু আড়াই বছরে তার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৯ শতাংশ (+ ৭৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭১১ টাকা)। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বর্তমান সাংসদ সুরেন্দ্রজিৎ সিং আলুয়ালিয়া (বয়স : ৭২)। শেষ পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬ শতাংশ (+ ৯৫,১১,৫৩৫ টাকা)। এবং বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান সাংসদ শতাব্দী রায় (বয়স : ৫৫)। শেষ পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৫ শতাংশ (+ ৬ কোটি ৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৭৮ টাকা)।

২০২৪ এর চালচিত্র

এই ৭ সাংসদের লোকসভা অধিবেশনে উপস্থিতি কেমন? দেশের সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশন বসে ২৭৩ দিন। তাতে বহরমপুর কেন্দ্রের অধীর রঞ্জন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন ২৪৪ দিন। কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের মহুয়া মৈত্র উপস্থিত ছিলেন ২১৮ দিন। রাণাঘাট কেন্দ্রের জগন্নাথ সরকার উপস্থিত ছিলেন ২৪৪ দিন। বর্ধমান–দুর্গাপুর কেন্দ্রের দিলীপ কুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন ২২৭ দিন। আসানসোল কেন্দ্রের শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিনহা উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৬১ দিন। এই কেন্দ্রে প্রার্থী সাংসদ এস. এস. আলুয়ালিয়া উপস্থিত ছিলেন ২১১ দিন। এবং বীরভূম কেন্দ্রের শতাব্দী রায় বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ২১১ দিন।

এবার আসি, সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশনে গত পাঁচ বছরে সাংসদদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন সংখ্যা কার ক'টি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রায় আড়াই শো দিনের উপস্থিতিতে সংসদে প্রশ্ন করেছেন ৬৩ টি। নবীনা প্রতিভাধর সাংসদ মহুয়া মৈত্র দ্বিশতাধিক দিনের উপস্থিতিতে সংসদে প্রশ্ন করেছেন ৫২ টি। রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার সংসদে প্রায় আড়াই শো দিনের উপস্থিতিতে প্রশ্ন করেছেন অনেক গুলি ৯৮ টি। সাংসদ দিলীপ কুমার ঘোষ সংসদে দ্বিশতাধিক দিন উপস্থিত থেকে প্রশ্ন করেছেন ৩২ টি। সাংসদ এস. এস. আলুয়ালিয়া আর সাংসদ শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিনহা দুই বিহারী বাবু দীর্ঘ দিন সাংসদে উপস্থিত থেকেও একটিও প্রশ্ন করেননি। আর বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অতীত দিনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাংসদ শতাব্দী রায় সংসদে গত পাঁচ বছরে দ্বিশতাধিক দিন উপস্থিত থেকেও সংসদে প্রশ্ন করেছেন মাত্র একটি।

রাস্তার পাশে পড়ে হাজার হাজার কাটা গাছ, নির্বিকার প্রশাসন

অরিজিৎ মণ্ডল, কাকদ্বীপ : রাস্তার পাশেই পড়ে রয়েছে সারি সারি কাটা গাছ এ ছবি দেখে আপনিও বিস্মিত হবেন। যখন তীব্র তাপপ্রবাহে হাঁসফাঁস করছে গোটা রাজ্যবাসী বারে বারে বলা হচ্ছে বেশি করে গাছ লাগান তখনই এমন ছবি সত্যিই ভাবিয়ে তোলে প্রত্যেককে। এ ছবি অন্য কোথাও নয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার মধুসূদন পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত নম্বর শিবকালী এলাকার ঘটনা। রাস্তার পাশে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে এইভাবে ১০০০ এরও বেশি গাছ কাটা হয়েছে। কিন্তু কাটলো কারা? এলাকার মানুষের অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশেই রাস্তা হওয়ার দোহাই দিয়ে এই ভাবেই হাজার হাজার গাছ কাটা হয়েছে। এর বেশি আর কিছুই জানে না এলাকার মানুষজন বেশি কিছু বলতে গেলেই

তাদের ওপর হুমকি আসছে।

তবে এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় মধুসূদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা অস্বীকার করে যান। শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে তিনি জানায় তিনি নাকি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না।অন্যদিকে এলাকার মানুষজন প্রশাসনকে জানাতে বেশ কয়েকজনকে আটক করলেও তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এই বিষয় নিয়ে শাসক দল ও প্রশাসনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন মথুরাপুর এরপর পাঁচের পাতায়

শিক্ষক সঙ্কটে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি বন্ধ স্কুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : ২০১৬–র প্যানেলে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ২০২৪ – ২০২৫ হইতে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ করল বীরভূম জেলার মুরারই দুইনং ব্লকের জাজিগ্রাম সর্বদয় আশ্রম হাইস্কুল। ওই স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১০ জন। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। ২০১৬ সালে তিনজন শিক্ষক যোগদান করেছিল কিন্তু হাইকোর্টের রায়ে ৩ জনের চাকরি চলে যায় । ফলে একাদশ শ্রেণিতে বর্তমানে কোনো শিক্ষক নেই। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীতে ১১০ জন পড়ুয়া রয়েছে। এই অবস্থায় পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় পরিচালন সমিতি। তাদের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে পরিচালন সমিতি। একাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করার জন্য পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার দূরে পাইকর,নন্দীগ্রাম, মিত্রপুর স্কুলে যেতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। এতেই ফাপড়ে পড়েছে অভিভাবক মহল। এইবছর মাধ্যমিকে ৯১ জন ছাত্র এবং ১৪৭ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। এলাকাতে দু:স্থ পড়ুয়ার সংখ্যায় বেশি।

শাসক ছাড়া সবাই অনুপস্থিত ভোটের ফলতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফলতা একটি বিধানসভা। এই লোকসভা কেন্দ্রে শেষ দফায় ১ জুন নির্বাচন হবে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল বিরোধী বাম এবং বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। কিন্তু একটি বিষয় হল ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভার মধ্যে ফলতাতে শাসক দল ছাড়া অন্য কোনও দলের দেওয়াল লিখন বা প্রচার বা অন্য কর্মসূচি চোখে পড়ছে না। বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা হবার পর ফলতা এলাকার ফতেপুরে এক বিজেপি কর্মী দেওয়াল লিখেছিল। কিন্তু সেই দেওয়াল ও মুছে দেওয়া হয় এবং কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজিও হয়। অভিযোগের তির ছিল শাসকদলের দিকে। বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ফলতা থানা এবং এসডিপিও ডায়মন্ড হারবারে অভিযোগও করেছিলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এরপর আর কোনও বিরোধী দলকে দেওয়াল লিখতে বা প্রচার করতে ওই এলাকায় এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ফলতা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা সভা করছেন, এবং হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে সব ভোটই যেন তৃণমূলে পড়ে। এরপর পাঁচের পাতায়

আদালতের নির্দেশে ক্ষতিপূরণ মিলল বাঘাক্রান্ত ২ পরিবারের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত আরও দুই মৎস্যজীবি পরিবারকে ক্ষতিপূরনের নির্দেশ দিলো আদালত।সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমনে মৃত্যুর পরেও ক্ষতিপূরণ পায়নি বহু মৃত মৎস্যজীবীদের পরিবার। বার বার নানা মহলে দরবার করেও সুরাহা হয়নি তাদের। বাধ্য হয়ে কলকাতার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুন্দরবনের কুলতলির বাসিন্দা দুই মৃত মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যেরা। সেই মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ঐ দুই পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ৫ লক্ষ করে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সরকারকে। বিচারপতির নির্দেশ দেন, চার সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে ক্ষতিপূরনের টাকা ঐ পরিবারদের হাতে তুলে দিতে হবে। জানা যায়,গত ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ–কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছিল কুলতলির কাঁটামারির বাসিন্দা দিলীপ সর্দারের।দিলীপের স্ত্রী শেফালি সর্দার বুধবার জানান, এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার অগ্রগতি কি সত্যিই অব্যাহত রয়েছে

এগিয়ে বাংলা / ১

ভোটের আবহে বাংলা নিয়ে পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রচারের অন্ত নেই। গলা ফাটাচ্ছেন শাসক থেকে বিরোধী নেতারা। সত্যিই কি বাংলা এগিয়ে চলেছে। খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

সালটা ২০১১। একদিকে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসন, অপরদিকে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে জীবন–মরণ লড়াই। বাম (অপ) শাসনের শেষ পাঁচটা বছর অর্থাৎ ২০০৬–২০১১ ছিল বামফ্রন্টের সর্বোচ্চ মানসিক ক্লেশ ও যন্ত্রণার সময়। ওই সময়ে ঘটা কয়েকটি ঘটনা এখন উল্লেখ করা হবে পাঠক সাধারণকে দেড় দশক আগে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটকের মঞ্চে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। ২০০৬ সালে বিধানসভার নির্বাচনে পরপর সাতবার এক নাগারে জয়লাভ করে বামফ্রন্ট সারাদেশের মধ্যে নজির সৃষ্টি করে। সম্ভবত সেটা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসেও রেকর্ড। ওই নির্বাচনে বামফ্রন্ট লাভ করে ২৩৫টি আসন, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি ২৯টি, কংগ্রেস ২১টি ও অন্যান্যদল লাভ করে মাত্র ৮টি আসন। শিক্ষায় 'অনিলায়ন' আর শিল্পে 'বুদ্ধায়ন' কমিউনিষ্টদের চিরাচরিত ধ্বংসাত্মক বন্‌ধ হরতালের রাজনীতিকে পিছনে ফেলে কৃষিকে ভিত্তি ও শিল্পকে ভবিষ্যত করে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট বাংলার ছাত্র–যুবকসহ আম জনতাকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখানো শুরু করে। বুদ্ধবাবুর রুচিসম্মত পোশাক, আচরণ, কথাবার্তা, তাঁর সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তি, শিল্প ভাবনা, বুদ্ধিজীবি মহলে তার গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রদ্ধা একা সিপিএমকে ১৭৬টি আসন এনে দেয়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার বাংলা ও বাঙালির মনে যখন নতুন করে আশার আলো যোগাচ্ছে তখন তাঁরই দলের শ্রমিক নেতারা বনধ্–হরতাল,ধর্মঘট ও চাককা জ্যাম–এর রাজনীতিকে হাতিয়ার করে শ্রমজীবি মেহনতী মানুষের স্বার্থরক্ষার নামে একদিকে যেমন সাধারণ ভোটারদের ভোগান্তি বাড়িয়ে চলেন, তেমনিভাবে শিল্পপতিদের এ রাজ্যে শিল্পস্থাপন ও অর্থ বিনিয়োগের পথে ক্রমাগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেন। পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত বেকার যুবক–যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা বুদ্ধবাবুর সামনে বড় কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শিল্পপতি রতন টাটাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানির ছোটো গাড়ির ন্যানো প্রজেক্ট স্থাপনের সফল ও সদর্থক পদক্ষেপকে বাংলার সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষ সাধুবাদ জানায়। এই বাংলার উন্নতিকামী স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গবেষক ও সাধারণ জনগণ এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায়। ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্দোনেশিয়ার সালেম গোষ্ঠীর অধীনে পূর্ব মেদিনীপুরের নয়াচরে পেট্রোলিয়াম, কেমিক্যাল ও পেট্রোলিয়াম বিনিয়োগ অঞ্চল (সংক্ষেপে পেট্রোক্যাম হাব) তৈরির প্রকল্পে সম্মতিদানকে তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পবান্ধব ভাবমূর্তির অন্যতম নির্দশন হিসাবে গণ্য করা হয়।

(ক্রমশঃ)

উত্তরের আঙিনায়

শিলিগুড়িতে ভেঙে ফেলা হল অবৈধ নির্মাণ

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি পুরো নিগমের তরফ থেকে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিভিন্ন অবৈধ নির্মাণ ভাঙার ব্যাপারে তৎপরতা দেখাচ্ছে শিলিগুড়ি পুরো নিগম। এদিন শিলিগুড়ি ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের সারদা পল্লী একটি আবাসনে বেশকিছু জায়গা জুড়ে থাকা অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলে দেওয়া হল। পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে এই অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়। অবৈধ নির্মাণ ভাঙার পূর্বে রীতিমতো নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এদিন সকালে রীতিমতো পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে আবাসনের নিচে থাকা অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হল।

গঙ্গারামপুর থেকে উদ্ধার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ

সজল দাশগুপ্ত, দক্ষিণ দিনাজপুর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ৬৫০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত গোটাহার এলাকায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র এবং গঙ্গারামপুর এইচডিপিও দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য গঙ্গারামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে গোটাহার এলাকায় অভিযুক্ত হাবিবুর রহমানের বাড়িতে বিশেষ

অভিযান চালিয়ে ৬৫০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার করে এবং হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। এরপর পুলিশ অভিযুক্ত হাবিবুর রহমানকে মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গঙ্গারামপুর থানার বিশেষ অভিযান ও বড়সড় সাফল্যেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জেলা সহ গঙ্গারামপুরের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা।

প্রচণ্ড গরমে চিন্তিত চা চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবহাওয়া পরিবর্তন ও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষুদ্র চা বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সপ্তাহে ৩ দিন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। ইতিমধ্যেই যদি বৃষ্টি না হয় সেরকমভাবে উত্তরবঙ্গে তবে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হবে বলে চা বাগান কর্তৃপক্ষের অভিমত।জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয় গোপাল চক্রবর্তী জানান এ বছরের মত বিগত বছরের এরকম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়নি যদি আবহাওয়া পরিবেশ এরকমই থাকে তবে ক্ষুদ্র চা বাগান পরিচালক কর্তৃপক্ষ এই সংকট থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে তা নিয়ে তারা চিন্তিত। বলাবাহুল্য চা শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আনুমানিক ১০ লক্ষ মানুষ বা তারও বেশি মানুষ নির্ভরশীল। জানা গেছে চা বাগান কর্তৃপক্ষ গাছগুলিকে শুকিয়ে যাতে না যায় তা তারা চেষ্টা করছেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ মে – ১৭ মে, ২০২৪

মেষ রাশি : বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বাধা। কাউকে অর্থ ধার দিলেও সেই অর্থ পেতে সমস্যা হতে পারে। পকেটমার বা অর্থ, চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিবন্দীদের সাহায্য করুন।

বৃষ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। পিতামাতার জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ করা শ্রেয় নয় ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শিশুদের খাবার খাওয়ান।

মিথুন রাশি : আর্থিক আচার্যের দরুণ ঋণগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সংসারে আর্থিক অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। বন্ধুর থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোনার হার পরুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার দরুন উপার্জন বৃদ্ধিতে বাধা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানকে দুঃশ্চিন্তা বা উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শিশু কন্যাদের লাল কাপড় ও লাল চুড়ি দিন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য এলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। ভাগোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : গনেশ বা বিষ্ণু মন্দিরে ব্রোঞ্চের দীপ জ্বালান।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে চাকরির সুযোগ আসার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ এবং উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সাবধানে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কাঁচা হলুদ, কেশর, হলুদ চন্দন, হলুদ শস্য সব দ্রব্য ব্যবহার করুন।

তুলা রাশি : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চুরি, পকেটমারী প্রভৃতি অর্থহানির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। সাংসারিক সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা হতে পারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

প্রতিকার : নারীদের সম্মান করুন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ হলেও অর্জিত অর্থের সঞ্চয়ে বাধা। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সমাজ সেবার ক্ষেত্রে শ্রমদানে সম্মান লাভের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : দরিদ্র ব্যক্তিদের হলুদ মিষ্টান্ন খেতে দিন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নামকরা কোম্পানিতে কর্ম পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সম্পত্তি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : পুরানো ও ছেঁড়া বইপত্র ফেলে দিন।

মকর রাশি : কোন সজ্জন ব্যক্তির সাহায্যে কর্মশালা সুযোগ মিলতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে কোনো উপহার বা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া বা দেহের নিম্নাঙ্গের পীড়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বাড়িতে কোনো আবর্জনা রাখবেন না।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে যে কোন কর্মে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করুন। স্বজনের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ফাটকা অর্থ পাওয়ার জন্য শেয়ার মার্কেট বা লটারিতে বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : ২৮ বার ওঁম মন্ত্র রোজ পাঠ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। প্রিয়জনের থেকে কোনও দ্রব্যাদি বা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক স্থাপন কর্মক্ষেত্রে সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা উন্নতির সুযোগ মিলবে। অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা জনিত রোগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম' পাঠ করুন।

কাজের খবর

৫ কেন্দ্রীয় পুলিশ সংস্থা ৫০৬ অফিসার নিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো–তিব্বত সীমান্ত পুলিশ ও সশস্ত্র সীমা বল অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পদে ৫০৬ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদনে যোগ্য। এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। এন.সি.সি.র বি কিংবা সি সার্টিফিকেট থাকলে বা, খেলাধুলোয় অসাধারণ দক্ষতা থাকলে ইন্টারভিউয়ে বাড়তি যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বয়স হতে হবে ১–৮–২০২৪'র হিসাবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৮–১৯৯৯ থেকে ১–৮–২০০৪''এর মধ্যে। তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর আর কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের সংস্থার এই ক্যাডারের কর্মীরা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৮১ সেমি, ফুলিয়ে ৮৬ সেমি আর ওজন অন্তত ৫০ কেজি কিংবা উচ্চতা অনুপাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহিলাদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি আর ওজন অন্তত ৪৬ কেজি বা, উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় দু''চোখে ৬/৯ কিংবা ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১২ আর কাছের বেলায় খারাপ চোখে N9 ও ভালো চোখে N6. এছাড়া ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ট্যারা চোখ বা, বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স ও সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের বেলায় ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারবেন। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ছেলেরা আবেদন করবেন। মোট শূন্যপদ: ৫০৬টি। এর মধ্যে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ১৮৬টি, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে ১২০টি, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে ১০০টি, ইন্দো–তিব্বত সীমান্ত পুলিশে ৫৮টি, সশস্ত্র সীমা বলে ৪২টি। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ২০২৪ সালের সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্টস) এক্সামিনেশন''এর মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ৪ আগস্ট। প্রথমপত্রের পরীক্ষা ১০টা থেকে ১২টা ও দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা হবে ২টো থেকে ৫টা। পূর্ব–ভারতের এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, গ্যাংটক, কটক, দিসপুর (গুয়াহাটি), শিলঙ, জোরহাট, পটনা, আগরতলা, রাঁচি ও পোর্ট ব্লেয়ার। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই দু''টি পেপার: (১) জেনারেল এবিলিটি ও ইন্টেলিজেন্স টেস্ট। প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। ২৫০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। (২) জেনারেল স্টাডিজ, এসে, প্রেসি লেখা ও কম্প্রিহেনশন। ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় থাকবে ৩ ঘণ্টা। প্রথম পেপারে প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের এসব বিষয়: (১) জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি, (২) জেনারেল সায়েন্স, (৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্প্রতিককালের ঘটনা, (৪) ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, (৫) ভারতের ইতিহাস, (৬) ভারত ও বিশ্বের ভূগোল। দ্বিতীয় পেপারে ডেসক্রিপটিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে। অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে নেগেটিভ মার্কিং আছে। দু''টি পেপারেই আলাদাভাবে কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে তবেই সফল হবেন। প্রথমপত্রের উত্তরপত্র প্রথমে দেখা হবে ও তাতে কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে তবেই দ্বিতীয় পত্রের উত্তরপত্র দেখা হবে। এরপর হবে শারীরিক মাপজোখ, ডাক্তারি পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে এই ৪টি ইভেন্ট: (১) ১০০ মিটার দৌড় ছেলেদের বেলায় ১৬ সেকেন্ডে ও মহিলাদের বেলায় ১৮ সেকেন্ডে, (২) ৮০০ মিটার দৌড় ছেলেদের ৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ও মহিলাদের ৪ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে, (৩) লঙ জাম্প ছেলেদের সাড়ে ৩ মিটার ও মহিলাদের ৩ মিটার, (৪) শট–পাট– শুধুমাত্র ছেলেদের ৭.২৬ কেজি ওজনের লোহার বল নিয়ে ৪.৫ মিটার। লঙ জাম্পে সফল হওয়ার জন্য ৩ বার সুযোগ পাবেন। সফল হলে ১৫০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টে পাওয়া নম্বর নিয়ে মেধা তালিকা তৈরি হবে। কবে, কোথায় পরীক্ষা হবে তা ওয়েবসাইটে পাবেন। তপশিলী প্রার্থীরা যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া ফেরৎ পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 09/2024–CPF, Dated: 24–04–2024.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৪ মে''র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: http://www.upsconline.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার ও অন্যান্য প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ (মহিলা ও তপশিলীদের ফী লাগবে না) টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোনো শাখায় নগদে চালানের মাধ্যমে অফলাইনে দিতে পারেন। অনলাইনে টাকা দিতে পারবেন নেট ব্যাঙ্কিং বা, ভিসা/মাস্টার কার্ড/ ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। টাকা জমা দেওয়ার পর যাবতীয় স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। তারপর দরখাস্ত সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। কোনো অসুবিধা হলে ফোন করুন এই নম্বরে: 011–23385271/ 23381125/23098543. দরখাস্ত সংশোধন করতে পারবেন ১৫ মে থেকে ২১ মে''র মধ্যে।

কয়েক হাজার মাল্টি টাস্কিং স্টাফ ও হাবিলদার কেন্দ্রীয় সরকারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ বা, অফিসে কাজের জন্য মাল্টি টাস্কিং (নন–টেকনিক্যাল) স্টাফ ও হাবিলদার পদে প্রায় ১০ হাজার ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে চাকরি হবে জেনারেল সেন্ট্রাল সার্ভিস গ্রুপ–সি নন–গেজেটেড নন মিনিস্ট্রিয়াল পদে। মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা দুই পদের জন্যই আবেদন করতে পারেন। হাবিলদার পদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি (গোর্খা ও তপশিলী উপজাতি হলে ১৫২.৫ সেমি), বুকের ছাতি অন্তত ৮১ সেমি (অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে)। মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫২ সেমি (গোর্খা ও তপশিলী উপজাতি হলে ১৪৯.৫ সেমি) আর ওজন অন্তত ৪৮ কেজি (গোর্খা ও তপশিলী উপজাতি হলে ৪৬ কেজি)।

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ ও হাবিলদার (সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ন্যারকোটিক্সের রেভেনিউ বিভাগের জন্য) পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। হাবিলদার (সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডিরেক্ট ট্যাক্স অ্যান্ড কাস্টমসের রেভেনিউ বিভাগের জন্য) আর মাল্টি টাস্কিং স্টাফ–এর কিছু পদের জন্য ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১–৮– ২০২৪''র হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৮–১৯৯৯ থেকে ১–৮– ২০০৬''এর মধ্যে।

হাবিলদার পদের জন্য বয়স হতে হবে ১–৮–২০২৪''র হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৮–১৯৯৭ থেকে ১–৮– ২০০৬''এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর, বিধবা, বিবাহ–বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে পে ম্যাট্রিক্স সপ্তম পে কমিশন অনুযায়ী।

প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। Multi Task–ing (Non–Technical) Staff and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2024 পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে সর্বভারতীয় পর্যায়ের অনলাইন (কম্পিউটার বেসড টেস্ট) পরীক্ষা হবে জুলাই–আগস্ট মাস নাগাদ। পূর্ব–ভারতের কলকাতা–সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। প্রশ্ন হবে বাংলা ও ইংরিজি–সহ ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়।

কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৩০%, ও.বি.সি. /ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীরা ২৫% আর অন্যান্য ক্যাটেগরি হলে ২০% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদের বেলায় অনলাইন কম্পিউটার বেসড টেস্টের পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরি হবে। এই পরীক্ষায় কোনো ইন্টারভিউ নেই। তবে হাবলদার পদের বেলায় অনলাইন কম্পিউটার টেস্টে সফল হলে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ছেলেদের বেলায় ১৫ মিনিটে ১,৬০০ মিটার দৌড় আর মেয়েদের বেলায় ২০ মিনিটে ১ কিমি দৌড়তে হবে। সফল হলে মেধা তালিকা তৈরি হবে। কোনো ইন্টারভিউ নেই।

অনলাইন পরীক্ষায় একাধিক প্রার্থী একই নম্বর পেয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে প্রথমে প্রথম সেশন, তারপর দ্বিতীয় সেশন, তারপর জন্ম–তারিখ (বেশি বয়সের প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন), তারপর নামের বর্ণমালা অনুযায়ী প্রথম দিকের প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.nic.in, www.sscer.org

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত, এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.nic.in এজন্য দরখাস্ত করার আগে ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নিয়ে যাবেন। এরপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা দিতে হবে এস.বি.আই. নেট ব্যাঙ্কিং/ ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ডে, ভীম ইউ.পি.আই–এর মাধ্যমে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। সবশেষে রেজিস্ট্রেশন করার পর প্রিন্ট করে নেবেন। একজন প্রার্থী একটিই দরখাস্ত পাঠাবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইটে। কোন পদে ক''টি শূন্যপদ তা মূল বিজ্ঞপ্তিতে পাবেন।

> অনলাইন পরীক্ষায় একাধিক প্রার্থী একই নম্বর পেয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে প্রথমে প্রথম সেশন, তারপর দ্বিতীয় সেশন, তারপর জন্ম–তারিখ (বেশি বয়সের প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন), তারপর নামের বর্ণমালা অনুযায়ী প্রথম দিকের প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে www.ssc.nic.in, www.sscer.org

শব্দবার্তা ২৯৩

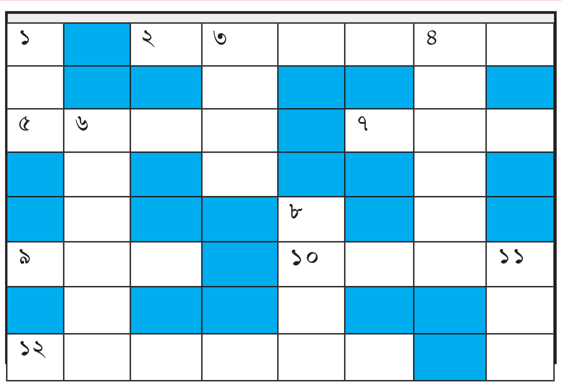

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। লোকগণনা ৫। সমরপ্রিয়, রণদক্ষ ৭। – মূল্য ফেরত ৯। দ্বিগুণ ১০। পায়ের ধুলো ১২। বিবিধ ব্যয়।

উপর–নীচ

১। আস্থা, নির্ভর ৩। একধরনের ধান ৪। মাধ্যম ৬। জায়গির প্রাপ্ত সেনাপতির উপাধিবিশেষ ৮। অনিষ্ট, ক্ষতি ১১। জেল্লা।

সমাধান : ২৯২

পাশাপাশি : ১। অবৈধ ৩। চড়াই ৫। নমস্কার ৬। রান ৭। পদানত ৯। জলকর ১২। ঘর ১৩। আলোচাল ১৪। কপিল ১৫। ক্ষণেক।

উপরনীচ : ১। অপলাপ ২। ধনজন ৩। চর ৪। ইন্ধন ৬। বাতিক ৮। দায়ের ১০। লক্ষলক্ষ ১১। রসাত্মক ১২। ঘটক ১৩। আল।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

গরমে অতিষ্ঠ কলকাতা

মানস কুমার সিনহা

লালমোহন বাবুর সাহারায় শিহরণের মত কলকাতার এই গরমে নিঃসন্দেহে শিরোনাম কলকাতায় কেলেঙ্কারি হলে খুব বেমানান হত না! গরমের নতুন রেকর্ডে কলকাতা পুড়ে কাঠ কয়লা। শুধু কলকাতা কেন পুরো দক্ষিণবঙ্গ গরমের দাপাদাপিতে বিপর্যস্ত। এরই মধ্যে ভোটের গরম। সব মিলিয়ে পুরো কেলেঙ্কারি। দিকে দিকে হিটস্ট্রোকের মতো ঘটনা ঘটছে আর তাতে মৃত্যুর সংখ্যা নেহাত কম নয়।

এবারও গত কয়েক বছরের মতো এপ্রিল মাসের গরমে যেরকম ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেছে তা এককথায় অভূতপূর্ব– কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এরকম তাপপ্রবাহে মানব জাতিকে বিধ্বস্ত হতে হবে আগামী দিনগুলিতে। অত্যাধিক জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এবং একই সাথে মাত্রাতিরিক্ত এয়ারকন্ডিশনিং এবং রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়ার ফলে নির্গত ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস, শিল্পায়ন, নগরায়ন বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে আজ মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে সঠিকভাবে পরিবেশকে রক্ষা করতে না পারলে গরমের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। তাই পরিবেশ রক্ষা করুন – গাছ লাগান আর প্রাণ বাঁচান।

যেহেতু প্রচন্ড গরমে আমাদের শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সঠিকভাবে কাজ করে না তাই তাপমাত্রা বেড়ে গেলে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, দেহের তাপমাত্রা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেতে পারে পেশিতে ক্রাম্প, প্রচন্ড তেষ্টা পাওয়া, দুর্বল, মাথা ঝিমঝিম করা, বমি ভাব, মাথা ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে অসুস্থ কে শীতল জায়গা এবং ছায়ায় নিয়ে চলুন। জল এবং ওআরএস জলে গুলে পান করান। সারা দেহে ও মাথায় জল ঢালুন ও বাতাস করুন। অন্যান্য উপসর্গ দেখলে বা রোগী অচেতন হয়ে থাকলে অবিলম্বে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান।

গরম থেকে বাঁচতে কি করা উচিত?

- জরুরি কাজ না থাকলে রোদের তীব্রতা যখন বেশি থাকে সেই সময় অর্থাৎ দুপুর বারোটা থেকে বিকেল চারটে অবধি বাইরে বের হবেন না। সর্বদা ছায়ায় থাকার চেষ্টা করুন। ছাতা বা হ্যাট ব্যবহার করুন
- চড়া রোদে বেশি কায়িক পরিশ্রম করবেন না।
- ঠান্ডা জল, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ক্যানড ড্রিঙ্কস পান করবেন না।
- সিগারেট বিড়ি মদ এড়িয়ে চলুন।
- ফাস্টফুড অতিরিক্ত মশলার খাবার এড়িয়ে চলুন।
- পরিবেশ বাঁচাতে এসি ব্যবহার যথাসম্ভব কম করুন, এসি ঘর থেকে নন এসি ঘরে গেলে নাকে কাপড় চাপা দিন। বারবার ঘর পরিবর্তন করবেন না।
- প্রচুর পরিমাণে জল, ওআরএস ডাবের জল পান করুন। টক দই, লস্যি ইত্যাদি খেতে পারেন, শসা এবং তরমুজ জাতীয় ফল খান।
- হালকা সুতির জামা ব্যবহার করুন, সিন্থেটিক পোশাক এড়িয়ে চলুন।
- কসমেটিক ব্যবহার করবেন না অবশ্য সানস্ক্রিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

আত্মঘাতী দশম শ্রেণীর ছাত্র, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : আত্মঘাতী হল দশম শ্রেণীর এক ছাত্র। মৃতের নাম দেবদূত সরদার(১৭)।৫মে দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত বাহিরসোনা এলাকার উত্তর কুলতলি গ্রামে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে,ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি পরশুরাম যামিনীপ্রাণ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র দেবদূত। এদিন তার বাড়ির লোকজন সামান্য বকাঝকা করেছিল।অভিমানে আত্মঘাতী হওয়ার জন্য পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে গলায় দড়ি দেয়।পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই ছাত্র কে মৃত বলে ঘোষণা করেন।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে দশম শ্রেণীর ছাত্রের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছালে গোটা গ্রামের মানুষজন শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে।

জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম জমিরালী সরদার(৩১)।ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেলেগাছি এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।
স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে শারীরিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন জমিরালী সরদার।এদিন দুপুরে বাড়ির পাশের পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন।পুকুরে নেমে আর উঠতে পারেন নি বলে দাবী এলাকার স্থানীয়দের।অন্যদিকে ওই ব্যক্তি দীর্ঘক্ষণ বাড়িতে না ফেরায়,বাড়ির লোকজন খোঁজ খবর শুরু করে। পুকুরে ভাসতে দেখে তাঁকে।পুকুর থেকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রতিবেশীরা। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক ঘটনার খবর এলাকায় পৌঁছালে শোকের ছায়া নেমে আসে বেলেগাছি এলাকায়।

ক্রাইম ডেস্ক

ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত ষাঁড়কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর : বাবা ভোলানাথের বাহক হলেন ষাঁড়, যেই ষাঁড় হিন্দু ধর্ম পুজিত হন, সেই ষাঁড়কেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত যুবকের, আঘাতের যন্ত্রনায় মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ভোলানাথের বাহক, এই হৃদয় বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর কোষ্টাল থানার অন্তর্গত গঙ্গাসাগর গ্রামের বাংলা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা গঙ্গাসাগর গ্রাম জুড়ে। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গঙ্গাসাগর গ্রাম নিবাসী বছর ২২শে এর সৌমিত্র পাত্রের ভুট্টা বাগানে ভোলানাথের বাহক ঢুকে পড়ে ছিলেন, অবলা এই বাহক প্রানভরে খাচ্ছিলেন ভুট্টা ক্ষেতের চারাগাছ সহ ভুট্টা, মহাদেবের বাহককে নিজের ভুট্টা বাগানের ক্ষতি হতে দেখেই ক্ষেপে ক্ষ হয়ে পড়েছিলেন বছর ২২শের সৌমিত্র, ক্রোধের বশে বাড়ির ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে সোজা দৌড়লেন ভুট্টা ক্ষেতে, পৌঁছেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাহাদেবের বাহনের পায়ে সজোরে আঘাত হানেন সৌমিত্র। আঘাতের যন্ত্রনায় মুহূর্তেই গোঁ গোঁ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মহাদেব বাহক। তৎক্ষণাৎ বেগতিক এই আওয়াজ শুনেই ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা, পৌঁছেই ঘটনাস্থলে যা দেখলেন তাতেই চক্ষু চড়কগাছ গ্রামবাসীদের, খবর দেওয়া হয় স্থানীয় প্রশাসনকে, ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই সাগর কোষ্টাল থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল পৌঁছেই বাহক ষাঁড়ের চিকিৎসা করানোর পাশাপাশি অভিযুক্ত সৌমিত্র পাত্রকে গ্রেফতার করেন। এই ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া গোটা গঙ্গাসাগর গ্রাম জুড়ে।।

পুলিশ লকাপে যুবকের মৃত্যু, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মহেশতলা এলাকার রবীন্দ্র নগর থানার পুলিশ গত রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ ফুলতলা বাজার এলাকা থেকে পাম্প চুরির অপরাধে দুজন যুবককে গ্রেপ্তার করে। সোমবার সকালে তাদের পরিবারের লোকজন থানায় খাবার দিতে গেলে, তারা জানতে পারে একজন যুবককে গার্ডেনরিচ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বিকেলে তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার সন্ধ্যায় ওই খবরের জেরে উত্তেজিত জনতা পুলিশ ব্যারাকের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে টায়ার জ্বালিয়ে। স্থানীয় মানুষজনের দাবি পুলিশ লকাপে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। যুবকের নাম শেখ কুরবান (২৮)। যদিও পুলিশ সরকারিভাবে এই মৃত্যুর কথা স্বীকার করেনি। পুলিশি সূত্রের খবর ওই যুবক এসএসকেএম হাসপাতালে আই সি সি ইউ তে ভর্তি আছে।

বিস্ফোরণে জখম ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি একনং ব্লকের কলিঠা গ্রামপঞ্চায়েতের মধুরা গ্রামের বাগানপাড়ায় বৃহস্পতিবার তিনটি চকলেট বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণে জখম হলো ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্র । জখম ছাত্রের নাম সামিম রেজা। জখম অবস্থায় রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ।

উদ্ধার চোরাই মোটরবাইক, গ্রেপ্তার ২

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: সোমবার জয়নগর থানার পুলিশের উদ্যোগে উদ্ধার চারটি চোরাই মোটর বাইক। ধৃত ২ জনকে পাঠানো হল বারুইপুর মহকুমা আদালতে। বেশ কিছু দিন ধরে জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে মোটর বাইক চুরির অভিযোগ আসছিল জয়নগর থানায়।মূলত রাস্তার পাশে থাকা বিভিন্ন মোটরবাইক মুহূর্তের মধ্যে চুরি হচ্ছিল।আর সেই চুরির তদন্তে নেমে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেম টিম গোপন সূত্রে খবরের গুরুত্ব দিয়ে রবিবার জয়নগর থানার খাকুড়দহ থেকে মহম্মদ নাসির নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে।ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার বাটরা এলাকায়। তাকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞেসাবাদ করে বারুইপুর থানার পূর্ব পাঁচগাছিয়ার বাড়ি থেকে আবদুল হাকিম মোল্লা নামে অপর আরেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি হওয়া চারটি মোটরবাইক।ধৃতদেরকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।তাদের জিজ্ঞেসাবাদ করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে এই চুরির সঙ্গে কতজন আছে।

রায়পুরে বাঁধে আবারো ধস টনক নড়ল সেচ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের দক্ষিণ রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হুগলি নদী তীরবর্তী নদী বাঁধে আবারো ধস দেখা দিল গত সোমবার রাতে। ওইদিন প্রবল ঝড় বৃষ্টির জেরে নদী বাঁধে ধস দেখা দেয়। এই নদী বাঁধের বেশ কিছু অংশ নদীগর্ভে চলে গিয়েছিল। একটি দোকানও নদীতে তলিয়ে যায়। তখন তড়িঘড়ি সেচ দপ্তর কোনওরকমে দায়সারা কাজ করে। কিন্তু ওই নদী বাঁধের ধস সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করা হয়নি। তার ফলে আবার এই ধস দেখা দেওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। প্রসঙ্গত প্রতিবছরই বর্ষার সময় এই নদী বাঁধের ভাঙ্গন একটি রুটিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হুগলি নদী তীরবর্তী এই নদী বাঁধের সংলগ্ন রায়পুর বাজার ও যে সমস্ত বসতি আছে তারা প্রতিবছরই ভুক্তভোগী এই নদী বাঁধের ভাঙ্গনের জেরে। সারা বছর যখন শুকনো থাকে তখন নদী বাঁধে ভালোভাবে কাজ করা হয় না। এমনিতেই এলাকার মানুষরা দাবি করছেন নদীবাঁধের স্থায়ী সমাধানের জন্য কংক্রিটের বাঁধ জরুরি। গত সোমবার বৃষ্টি মুখর রাতেই বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি নদীবাঁধ পরিদর্শনে যান। তড়িঘড়ি সেচ দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই সেচ দপ্তর আবার কাজ শুরু করেছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি জানালেন, সেচ দপ্তর কাজ শুরু করেছে, সংসদের অফিসেও বিষয়টি জানানো হয়েছে, বর্ষার আগেই যাতে ভালোভাবে বাঁধ মেরামত হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এলাকাবাসীরা দাবি করছেন বর্ষার সময় সেচ দপ্তরের টনক নড়ে অন্য সময় সব চুপচাপ থাকেন।

গঙ্গাসাগরে আবারো ভাঙলো নদীবাঁধ আতঙ্কে এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : তীব্র তাপপ্রবাহের পর অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি শুরু দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে। তবে স্বস্তির বৃষ্টির মধ্যেও নদী বাঁধের ভাঙ্গন মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুন্দরবনের সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের। মঙ্গলবার গভীর রাতে সাগরদ্বীপের মুড়িগঙ্গা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চক ফুলডুবি গ্রামে হুগলি নদীর ৯০০ মিটার বেহাল বাঁধের মধ্যে ৪০০ মিটার বাঁধে ধ্বস নেয়। এই নদী বাঁধের ধ্বসের কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার মানুষজন। সকালেই ধস নেওয়া নদী বাঁধ পরিদর্শনে আসেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামির শাহ, এবং মরিগঙ্গা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোবিন্দ মন্ডল। ধস যাওয়া নদী বাঁধের পাড়ে ভিড় জমায় গ্রামের মানুষজন। তাদের চোখে মুখে বাঁধ ভাঙনের আতঙ্ক।

রাস্তা তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী :অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: ভোট ঘোষণা আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লকে ভার্চুয়ালি বহু পথশ্রীসহ রাস্তার উদ্বোধন করেছেন, তার কাজও শুরু হয়েছে, কোথাও কোথাও কাজ শেষের পথে বা শেষ হয়েছে, কিন্তু যে সমস্ত কাজ হচ্ছে এই ভোটের সুযোগ নিয়ে খুবই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এমনই দাবি বিভিন্ন এলাকার মানুষের।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ ব্লকের রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দুর্গাপুর সহ ৬৪ টি রাস্তার কাজ হচ্ছে। যেহেতু নির্বাচন সবাই ব্যস্ত, সুযোগ বুঝে কন্ট্রাকটাররা কয়েকজন অসাধু সরকারি কর্মীদের যোগসাজশে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে। বিশেষ করে যে পাইলিংএর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এক ফুট থেকে দেড় ফুট বাঁশ কেটে পাইলিং হচ্ছে। কোথাও কোথাও একটু বেশি দিলেও মাটির মধ্যে ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফুটের বেশি যাচ্ছে না। এমনই অভিযোগ এলাকাবাসীর, সেই সঙ্গে ইটের ব্যবহার করা হচ্ছে খুবই নিম্নমানের বর্ষাতে ইট এখন জলে গোলতে বসেছে। এই বিষয়ে বিভিন্ন শাসকদলের নেতৃত্বরা অলিখিত স্বীকার করলেও আগামী দিনে ভালো কাজ হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষ্যান্ত। এই বিষয়ে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা কাজ করবো খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন সরকারি আধিকারিকদের।

আন্তর্জাতিক থ্যালাসেমিয়া দিবসে সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত বুধবার সকালে কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে সচেতনতার বার্তা দিয়ে পালিত হল আন্তর্জাতিক থ্যালাসেমিয়া দিবস। সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি এদিন সকালে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৮ কিমি পথ পরিক্রমা করার পর সোনারপুর ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হেলথ্ এন্ড মেডিকেল অ্যাওয়ারনেস গ্রুপের সদস্য নারায়ণ চন্দ্র বাগ,বিশ্বনাথ মন্ডল,প্রদীপ সরকার,ডাঃ রুপঙ্কর বোস,ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষঞ্জ ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়,সোনারপুর রেলওয়ে স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট প্রদীপ কুমার বাগ,দেবাশীষ দত্ত,চন্দন বিশ্বাস সহ বিভিন্ন পেশার মানুষজন ও স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়া হয়, "সচেতন হোন,সচেতন করুন", "থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের ক্ষমতায়নে ও অগ্রগতিতে সহায়তা করুন", "সবার জন্য যথার্থ থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসার সুযোগ তৈরী করুন", "থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের জন্য রক্তদানে এগিয়ে আসুন"।
এছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা "হু"–র তত্ত্বাবধানে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মসূচিকে সফল করতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।

রক্তদানে রক্ত দিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : প্রচন্ড দাবদাহ চলছে,সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রক্তের চাহিদা। বিশেষ করে রক্তশূণ্যতা,অসহায় মুমূর্ষ রোগী এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীরা বিপাকে পড়ছেন। অসহায় মুমূর্ষ রোগীদের রক্তের যোগানে যাতে ঘাটতি না হয়,সেজন্য উদ্যোগ গ্রহন করলেন ক্যানিং –১নং বিডিও ।সোমবার বিডিও অফিসেই ক্যানিং ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় সরকারী কর্মচারীদের নিয়েই এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।রক্তদান শিবিরে ৫৪ জনের অধিক সরকারী কর্মচারী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।
প্রখর দাবদাহ উপেক্ষা করে এমন রক্তদান প্রসঙ্গে ক্যানিং ১ বিডিও জানিয়েছেন, 'সরকারী কর্মচারীরা সব সময় সাধারণ মানুষের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানে ব্যস্ত।এবার রক্তদান করে সাধারণ মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারার জন্য আমরা খুশি।' উপস্থিত ছিলেন,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,জেলা পরিষদ সদস্য সুশীল সরদার সহ অন্যান্যরা।

সাফল্যের কাহিনী প্রকাশিত হতেই সাহায্যে হাত বাড়ালেন শিক্ষারত্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর(উঃমাঃ) বিদ্যালয়ের ছাত্র অনিমেশ হালদার ব্লকের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৩০ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছিল। চুনাখালি পঞ্চায়েতর বড়িয়া কলিকাখালি গ্রামের দীনমজুর পরিবারের ছেলে অনিমেশ হালদার।

আলিপুর বার্তা ডিজিটাল খবরের জের

অনিমেশের এমন সাফল্য এবং পরিবারের দুরঃবস্থার সংবাদ ৪ মে 'আলিপুর বার্তা ডিজিটাল' এ প্রকাশিত হয়।
প্রকাশিত সংবাদ পড়ে এমন ঘটনার খবর জানতে পারেন চুনাখালি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি। তিনি এবং স্থানীয় সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী,আদিত্য সরদার,কালিপদ সরদার,দিবাকর মণ্ডল, সাবির নেয়ে, দুলাল মাহাতো'রা রবিবার ওই কৃতি ছাত্রের বাড়িতে হাজির হয়। সেখানে শিক্ষারত্ন শিক্ষক নিমাই মালি পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানায় ওই ছাত্রকে। পাশাপাশি ওই ছাত্রের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দিয়ে তার পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
ঘটনা প্রসঙ্গে নিমাই বাবু জানিয়েছে, 'অনিমেশ আমাদের এলাকার গর্ব। উচ্চশিক্ষার জন্য সমস্ত রকম সহযোগিতা আমরা করবো। আমরা চাই আগামী দিনে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করুক অনিমেশ।'
সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী জানিয়েছেন, 'হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে অনিমেশ। আগামী দিনে ডাক্তার হতে চায়।পড়াশোনায় যাতে কোনও বাধা না হয় তার জন্য আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো।'
সমাজসেবী আদিত্য সরদার জানিয়েছেন, 'অনিমেশ আমাদের গ্রামের রত্ন। যাতে করে আরো বিকশিত হয় সেই চেষ্টাই করবো।'
অনিমেশ জানিয়েছে, 'এলাকার মানুষজন এভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার পাশে দাঁড়াবেন তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।এছাড়া 'আলিপুর বার্তা ডিজিটাল' এর সাংবাদিককে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ যাঁরা আমার পাশে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।'
অন্যদিকে,অনিমেশের মা রিঙ্কু দেবীর আশা, গ্রামের মানুষজন পাশে দাঁড়ালে ছেলে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চিকিৎসক হবে। কোন বাধা থাকবে না। পাশাপাশি চিকিৎসক হয়ে ভবিষ্যতে ছেলে যাতে দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে সেই শিক্ষা দেব।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

মাটি খুঁড়ে ধান উদ্ধার–বাসন্তী বি, ডি, ওর কৃতিত্ব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার কলাহাজরা গ্রামের জনৈক জোতদারের ঘরের মাটি খুঁড়ে ১৫০ কুইন্টাল ধান উদ্ধার করা হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, বাসন্তীর বি ডিও শ্রী মোহিত কুমার খাঁন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের সহায়তায় সদলবলে ঐ জোতদারের বাড়ীতে হানা দেন এবং ঘরের মাটি খুঁড়ে ঐ লুকান ধান উদ্ধার করেন।

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জোতদারদের ঘরে লুকানো ধান আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা বহুবার বিভিন্ন সংবাদের মাধ্যমে তা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টী আকর্ষণ করেছি। কিন্তু শাসকদলের কোন কোন প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে এবং প্রশাসন যন্ত্রের দুর্বলতা ও দুর্নীতির সুযোগে জোতদারগণ কারসাজি চালাতে সক্ষম হচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই নিদারুণ অন্নাভাব থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবে কে? যুবকংগ্রেস নেতা প্রিয়দাস মুন্নী সুদীপ বন্দোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা সত্যাগ্রহ ও অনশনের পথ ত্যাগ করে গ্রামে গ্রামে জোতদার ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলুন এবং জনসাধারণের সহায়তায় লুকানো ধান টেনে বার করুন। বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের মোকাবিলার এটাই একমাত্র পথ।

৮ম বর্ষ, ৪ঠা মে ১৯৭৪, শনিবার, ২৪শ সংখ্যা, ২০শে বৈশাখ, ১৩৮১

বিজেপি সমর্থকদের ধর্ষণের হুমকি ও ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আন্ধারমানিক গ্রাম পঞ্চায়েতের আলতাবেড়িয়া গ্রামে বিজেপি সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং তাদের ধর্ষণের হুমকি দিল শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এমনই অভিযোগ করছেন ওই গ্রামের মহিলারা। শম্পা দলুই অভিযোগ করেন, আমরা বিজেপি করছি বলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে এবং ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে। বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে। মধুমিতা দলুই নামে এক মহিলা জানান, দুষ্কৃতীরা বলছে থানায় গিয়ে যা ইচ্ছা কর কিছু করতে পারবে না। স্মৃতি কণা দাস জানান, আমরা যাতে বিজেপি না করি এবং অভিজিৎ দাস বিজেপির প্রার্থীকে ভোট না দিই সেজন্য এইসব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। আমাদের বাড়ির পুরুষ সদস্যরা ওদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এই আলতাবেড়িয়া গ্রামে অস্ত্রশস্ত্রের বেআইনি মজুদ করা হয়েছে। দুষ্কৃতীরা আতঙ্কবাদীর মতো ব্যবহার করছে। ওই গ্রামে ওই সমস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস। তিনি ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে জানান, যবে থেকে অভিষেক ব্যানার্জি এখানে সাংসদ হয়েছেন তখন থেকে ক্রিমিনাল রাজ তৈরি হয়েছে। মানুষ যাতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে না পারে তারজন্য জোর জুলুম চলছে। সমগ্র বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে আমি জানিয়েছি। কমিশনের উচিত সবাই যাতে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া। ওই অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি পিন্টু সর্দার জানান, বিজেপির সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। তৃণমূলের সবকিছু সুযোগ সুবিধা নিয়ে কিছু লোক এখন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। আমরাও এলাকায় শান্তি চাই।

আয়ুষ চিকিৎসায় রোগী বাড়ছে মথুরাপুর হাসপাতালে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন: আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উপর সুন্দরবনের মানুষের আস্থা বাড়ছে।সুন্দরবনের মথুরাপুরে আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর ভরসা বাড়ছে স্থানীয়দের।আর মথুরাপুর এক নং ব্লকের গ্রামীন হাসপাতালে বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করার জন্য এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি খোলা হয়েছিল। মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র টি তৈরি করা হয়েছিল।বছর খানেক কাজ করার পরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মানোন্নয়ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে এখনও অনেকেই বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর ভরসা করেন।অ্যালোপাথিক চিকিৎসা যেখানে প্রধান ভরসা,সেখানে এ ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনেকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরিষেবাও পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সেজন্য মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন এখান থেকে পরিষেবা পাবে রোগীরা।আয়ুষ চিকিৎসায় কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকার ও গুরুত্ব দিচ্ছে খুব বেশি করে।এখানে আয়ুর্বেদিক, যোগ ব্যায়াম সহ একাধিক বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষজন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা শুনে খুবই খুশি। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এই বিকল্প চিকিৎসা কেন্দ্র আমাদের এলাকায় হওয়ায় আমরা খুশি।প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে। এ বিষয়ে মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য তথা মথুরাপুর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার বলেন, সাধারণ মানুষদের দাবি মেনে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে। যেখানে সমস্ত রকম পরিষেবা মিলছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ১১ মে – ১৭ মে, ২০২৪

বঙ্গজীবনে 'মিম'

প্রকৃতি সাময়িকভাবে রুদ্রতাপ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। যদিও ভোটের উত্তাপ চরমে। আগামী জুনের প্রথম সপ্তাহে ভোট গণনার পরেই ঘটবে রামধনু রঙের রাজনৈতিক নানাদলগুলির আপাত নীরবতা। কিন্তু এ বাংলার ৪২ আসনে যত একের পর এক নির্বাচনের দিন অতিক্রম হচ্ছে। ততই রাজনৈতিক শালিনতার ভোট চমকের নাটক বেড়েই চলেছে। প্রত্যেক ভোটেই এমন নানা নাটক অতীতে দেখা গেছে। রাজনৈতিক দলগুলি বিরোধী পক্ষের জন্য তৈরি করে রাখা নানা বাছাবাছা বাক্যবাণ গুলি যত সময় গড়ায় ততই প্রয়োগ করে থাকেন। সাত দফা বঙ্গ ভোটে রঙ্গ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। শুরুটা হয়েছিল বিচারক পদ ত্যাগ করে যেদিন অভিজিৎ গাঙ্গুলীকে ভোট ময়দানে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। বিদায়ী সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী, নানা অঙ্গভঙ্গী করে ছিলেন একদা উপরাষ্ট্রপতিকে। তিনিই বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেন অভিজিৎবাবুকে। এরপর বাম–ডান সবদলই বিরূপ সমালোচনা করল। ভোটের খবর যত চললো সামাজিক মাধ্যমে হাসিঠাট্টার রেশ বেড়েই চললো। সম্প্রতি 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' বা এআই প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে অভিনেতা দেবের পাগলু নাচের অনুকরণে তৈরি মিম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রতিককালে সত্য–অসত্য মিলিয়ে নানা মিম, ভিডিও ছড়িয়ে দর্শকের একাংশকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন মমতা ব্যানার্জীর মিম নিয়ে কঠোর ভূমিকা নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এই মিমকে রীতিমতো উপভোগ করেছেন এবং তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন। ভোটের বাজারে কমবেশি প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের সপক্ষে সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত সাইবার মেল প্রচার করে থাকে। একদা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের ফেসবুকে কার্টুন এবং তাঁর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে বঙ্গজীবনে রাজনৈতিক ঢেউ উঠেছিল। সে সবদিন গত হয়েছে। বঙ্গজীবনে 'মিম' এখন শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের আক্রমণ নয়, সামাজিক যেকোনও ক্ষেত্রেই 'মিম' বিস্তার লাভ করছে। কার্টুন একসময় দৈনিক পত্রপত্রিকাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও কালের নিয়মে স্থিমিত। খুব সম্প্রতি 'সন্দেশখালি' নিয়ে একটি ভিডিও এবং তার আগে 'নারদা' নিয়ে একটি ভিডিও বঙ্গ সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। রাজনৈতিক রঙে রঞ্জিত ভিডিও গুলি মিমের পর্যায়ভুক্ত না হলেও সাইবার মেল গুলির বহুমুখী তৎপরতার অন্যতম। নির্বাচনী দেওয়াল লিখনে আবার কমবেশি 'কাটুন' ফিরে আসছে। সামাজিক মাধ্যমে 'মিমে'র উত্তাপ মাঝেমধ্যে শালনতার সীমা অতিক্রম করে যায়। ভিডিও পাল্টা ভিডিও, স্ট্রিং অপারেশনের 'আসল নকল' নানা প্রেস বিজ্ঞপ্তি এসব ছাড়িয়ে আজ বাংলার তপ্ত রাজনীতি একের পর এক ভাষা সন্ত্রাসের মুখে। কোনদলই এ ব্যাপারে কম নয়। একসময়ের দেওয়াল লিখন এখন নেতা–নেত্রীদের মুখে উঠে এসেছে। নেহাৎই নিরীহ কাটুন, মিমগুলি ভোট বাজারে কখন যে বিষাক্ত হয়ে উঠল তাই বিস্ময়ের। সামাজিক মাধ্যমে, বিশেষ করে ফেসবুকে রবিঠাকুরের গায়ে কখনও ফুটবল টিমের জার্সি কখনও বা টি টোয়েন্টি ম্যাচের দলীয় জার্সি দিয়ে মিম করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ সব আর বাঙালির গায়ে লাগে না। মহা পুরুষদের বাণীগুলিকে বিকৃত করে মিমে'র নামে বাজার জাত করা হচ্ছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়াতে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে আক্রমণ–প্রতি আক্রমণ সহজ হয়ে গেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে খুব সহজেই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

দীর্ঘদিনের সংবাদ মাধ্যম কিংবা চলচ্চিত্র, দূরদর্শনের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও ইন্টারনেট দুনিয়ার সিনেমা, ভিডিওতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরিধি তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

ভারতের মতো রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রেস আইন বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে স্বনিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত দিয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধানে স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বাধীনতা যদি স্বেচ্ছাচার হয়ে ওঠে তখন জনমনে অশান্তির সিঁদুরে মেঘ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দাদা ঠাকুরের আমলে ভোট রঙ্গ নিয়ে যে নির্মল হাস্য রস ছিল আজকের প্রযুক্তির কল্যাণে সে হাস্যরস উধাও। সত্য মিথ্যা গুলিয়ে দিতে কখন যে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে তা পৃথক করা সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে দুষ্কর। নির্বাচন কমিশন যতই অনলাইন ভোট নিয়ে উদাসীন থাকুন অন লাইনের অক্লান্ত দস্যিপনায় ভোট প্রচারের বিধি নিষেধের সমস্ত ভ্রুকুটি লঙ্ঘিত হচ্ছে। একমাত্র পথ রাজনীতিকদের সদিচ্ছা যা সোনার পাথর বাটির মতোই কষ্টকল্পিত।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

বস্তুতঃ অধ্যাসবলে আতিবাহিক দেহে আধিভৌতিক ভাব উদিত হয়। আবার অধ্যাস বিদূরিত হলে আতিবাহিক ভাব প্রকাশিত হয় এবং তখন আধিভৌতিক ভাব অন্তর্হিত হয়। রাম বললেন, প্রবুদ্ধ লীলার সত্যসঙ্কল্পে যদি রাজ্যের জনগণ তাঁকে দেখতে চায়, তবে তারা তাঁকে কোন্ রূপে দেখবে? বশিষ্ঠ বললেন, তারা দেখবে তাদের লীলারানী শোক–বিহ্বলা হয়ে বসে আছেন। দ্বিতীয় লীলাকে তারা রানীর সখী জ্ঞান করবে। রাম বললেন, স্বপ্নে যে পর্বত দেখা গেল, জাগরণে তা যায় কোথায়? বশিষ্ঠ বললেন, বায়ুর স্পন্দন বায়ুতে মিলিয়ে যায়, স্বপ্নে দেখা যাবতীয় পর্বতাদি সংবিতে বিলীন হয়। যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ সংবিতের মল। সংবিতের স্বরূপ হল আত্মচৈতন্য। জল এবং তার দ্রব্যতা যেমন পৃথক নয়, তেমনই সংবিৎ ও স্বাপ্নিক পদার্থ অভিন্ন। এই দুইয়ের একত্ব যদি বোধে না থাকে তবে তা অজ্ঞান, যা অলীক সংসারের উৎপত্তির কারণ। স্বপ্নে দেখা নগর এবং জাগ্রত অবস্থার জগদ্দর্শন দুই একই রকম অসৎ, অথচ সব কিছুর আশ্রয় যে সংবিৎ তা একমাত্র সত্য।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

Park street 1930 Vs Now...

ভোট কাটাকাটির অঙ্কে শেষ হাসি কার, জল্পনা বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি

২০২৪ সালের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় ভোটগ্রহণ ১৩ মে সোমবার বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা দুবরাজপুর,সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, হাঁসন, নলহাটি, মুরারই বিধানসভাকেন্দ্র। এবারে লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রে বারোজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তবে মূল লড়াই তৃনমূলের শতাব্দী রায়, বিজেপির দেবতনু ভট্টাচার্য এবং জোট প্রার্থী কংগ্রেসের মিল্টন রশিদের মধ্যে। এবারে নির্বাচনে মোট ভোটার ১৮৫৭০২২। তৃনমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়, বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য,জোট প্রার্থী কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ, সর্বভারতীয় আর্য মহাসভার প্রার্থী বিশ্বজিৎ মিশ্র,ভারতীয় জনতা দলের প্রার্থী মহম্মদ জাকির হোসেন,এপিআই প্রার্থী লক্ষ্মী হেমব্রম, আইএনএসএএফ প্রার্থী দোলা সরকার,বহুজন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী রাজনাথ সরকার, এসইউসিআই প্রার্থী আয়েশা খাতুন,নির্দল প্রার্থী অমিয় ঘোষ, নির্দল প্রার্থী আব্দুল ইমরান,নির্দল প্রার্থী সৌরভ মুদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। যারজন্য প্রথমে প্রাক্তন আইপিএস দেবাশীষ ধরকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। নো ডিউস সার্টিফিকেট জমা না দেওয়ায় দেবাশীষ ধরের মনোনয়ন বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। বিকল্প প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন আরএসএস ঘনিষ্ঠ দেবতনু ভট্টাচার্য। দেবাশীষ ধরের মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় বিজেপি প্রার্থী হয় দেবতনু ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে প্রচার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে জনসভা করেন। বুধবার অভিনেতা দেব শতাব্দী রায়ের সমর্থনে রোড–শো করেন সিউড়ি শহরে। জোট প্রার্থী কংগ্রেসের মিল্টন রশিদের সমর্থনে জনসভা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। মিল্টন রশিদের সমর্থনে বৃহস্পতিবার রামপুরহাট শহরে পদযাত্রা করেন ঐশী ঘোষ এবং মালদা দক্ষিণ লোকসভাকেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরী। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দুবরাজপুর কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপির অনুপ সাহা। ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে বীরভূম লোকসভাকেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিল তৃণমূলের শতাব্দী রায়। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত হাঁসন বিধানসভাকেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক ছিল মিল্টন রশিদ। বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি আইনজীবী মিল্টন রশিদ। গতবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর গ্রামপঞ্চায়েত, রামপুরহাট একনং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রামপঞ্চায়েত, মহম্মদবাজার ব্লকের রামপুর, কাপিসটা এবং আঙ্গারগড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েত, সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েত, সাঁইথিয়া ব্লকের দেরিয়াপুর গ্রামপঞ্চায়েত দখল করেছিল বিজেপি। নলহাটি ২নং ব্লকের শীতলগ্রাম এবং মুরারই ২নং ব্লকের জাজিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত দখল করেছিল বাম কংগ্রেস বিজেপি জোট। নলহাটি ২নং ব্লকের বারা ১নং এবং বারা ২নং গ্রামপঞ্চায়েত দখল করেছিল বাম কংগ্রেস জোট। নলহাটি একনং ব্লকের কলিঠা গ্রামপঞ্চায়েত জিতেছিল বাম কংগ্রেস জোট। বীরভূম জেলাপরিষদের একমাত্র বিরোধী সদস্য কংগ্রেসের সাবির হোসেন। সাবির হোসেন নলহাটি ২নং ব্লক থেকে নির্বাচিত হন। মুরারই, হাঁসন, নলহাটি বিধানসভাকেন্দ্রের সংখ্যালঘু ভোট ধরে রাখতে মরিয়া শাসক শিবির। গতবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই ৩ বিধানসভাকেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটে থাবা বসিয়েছিল বাম কংগ্রেস জোট। মুরারই ১নং ব্লকের ডুমুরগ্রাম,সাঁইথিয়া এবং খয়রাশোল ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে এলাকা ঝরেছে রক্ত। শাসকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগ নিজেদের ভোট বাক্সে টানতে মরিয়া বিরোধী শিবির। ১৯৯৮ সাল থেকে দখলে থাকা সাঁইথিয়া ব্লকের দেরিয়াপুর গ্রামপঞ্চায়েত গতবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতেছিল বিজেপি। বিজেপির জয়ের নেপথ্যে ছিল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ১৬,৯৯,২১৯ জন তারমধ্যে ভোট দিয়েছিল ১৪,৪৯,৪২৩ জন। তৃনমূলের শতাব্দী রায় ৬,৫৪,০৭৭ (৪৫.১১%), বিজেপির দুধকুমার মণ্ডল ৫,৬৫,১৫৩ (৩৮.৯৭%), সিপিএমের করিম রেজাউল ৯৬,৭৬৩ (৬.৬৭%), কংগ্রেসের ইমাম হোসেন ৭৫,৫৪৬ (৫.২১%) ভোট পেয়েছিল। নোটা ১২,৩১৮ (০.৮৫%) ভোট পেয়েছিল। তৃণমূলের শতাব্দী রায় বিজেপির দুধকুমার মন্ডলকে ৮৮,৯২৪ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে তৃতীয়বারের জন্য সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিল। ২০১৪ সালে তৃনমূলের শতাব্দী রায় ৪,৬০,৫৬৮ (৩৬.১০%), সিপিএমের কামরে এলাহি ৩,৯৩,৩০৫ (৩০.৮৩%), বিজেপির জয় ব্যানাজী ২,৩৫,৭৫৩ (১৮.৪৮%), কংগ্রেসের সৈয়দ সিরাজ জিম্মি ১,৩২,০৮৪ (১০.৩৫%) ভোট পেয়েছিল। নোটা ১৪,৫৫৭ (১.১৪%) ভোট পেয়েছিল। তৃনমূলের শতাব্দী রায় সিপিএমের কামরে এলাহিকে ৬৭,২৬৩ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিল। এইবার প্রথম অনুব্রত মণ্ডলকে ছাড়া লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে বীরভূম কেন্দ্রে। গোরু পাচার মামলায় ২০২২ সালের আগস্ট মাসে বোলপুরের নিচুপট্টি বাড়ী থেকে তৎকালীন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। বর্তমানে কন্যা সুকন্যা মন্ডল সহ অনুব্রত মণ্ডল তিহার জেলে বন্দি। গতবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনুব্রত মণ্ডল না থাকার প্রভাব পড়েছিল শাসক শিবিরে । বৃহস্পতিবার সকালে সিউড়ি শহর জুড়ে পোস্টার পড়ে বিজেপির। পোস্টারে লেখা – বিজেপির কে প্রার্থী আদতে বুঝতে পারছি না, একদিকে দেবাশীষ ধরের নামে দেওয়াল লিখুন অন্যদিকে দেবতনু ভট্টাচার্যের নামে প্রচার। বিজেপি নেতৃত্বও কোনো কিছু স্পষ্ট করছে না। তাই বিজেপি কর্মীরা ভোট করানো থেকে বিরত থাকুন। নিচে নাম রয়েছে বিজেপি নেতা কালোসোনা মন্ডলের। কালোসোনা মন্ডলের দাবি বিজেপি নেতৃত্বের অনেকে চান না দেবতনু ভট্টাচার্য জয়লাভ করুক। বীরভূমে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এলো। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে পানীয় জল,নর্দমা,রাস্তা সহ একাধিক দাবিতে একাধিক জায়গায় বিক্ষোভের মুখে পড়েছে তৃনমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। দুবরাজপুর ব্লকের বালিজুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের খাগেশ্বর শিবমন্দিরে পানীয় জল নিয়ে প্রশ্ন করায় তৃনমূলকর্মী সুনীল মন্ডলকে 'ইডিয়েট' বলে বিতর্কে জড়ায় তৃনমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। শিক্ষক নিয়োগ দুনীতি মামলার তদন্তে একাধিকবার সিবিআই,ইডি জেরার মুখোমুখি হয় বিভাসচন্দ্র অধিকারী। নিয়োগ দুনীতি মামলায় নাম জড়ানোয় নলহাটি দুইনং ব্লক তৃণমূল সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সর্বভারতীয় আর্য মহাসভা বলে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন বিভাসচন্দ্র অধিকারী। এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনের ময়দানে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সর্বভারতীয় আর্য মহাসভা। তৃণমূল রাজ্য সম্পাদিকা তথা খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর বলেন, বিজেপির প্রচারে এক প্রার্থী দেওয়াল লিখনে আরেক প্রার্থী চরম বিভ্রান্তি । খয়রাশোল ব্লক থেকে তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের লিড থাকবে। নলহাটি এলাকার এক বিজেপি নেতার কথায় নলহাটি বিধানসভাকেন্দ্র এলাকা থেকে বিজেপির লিড থাকবে। ভোট কাটাকাটির অঙ্কে কে শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর হাসি হেসে দিল্লি যাবে তা জানা যাবে আগামী ৪জুন। আর তারদিকেই তাকিয়ে থাকবে বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের বাসিন্দারা।

দেবতনু ভট্টাচার্য, শতাব্দী রায়, মিল্টন রশিদ

যত দোষ সবের জন্য ইঁদুর দায়ী

নির্মল গোস্বামী

স্বামীজী একটা গল্প বলতেন। এক গ্রামে এক শক্তিশালী সাধু ছিল। একদিন এক চেলা এসে ধরল তার শিষ্য হবার জন্য। সাধু প্রথমে তাকে ফিরিয়ে দিতে চাইল এপথ বড় কঠিন পথ বেটা। এখানে সবকিছু ত্যাগ করতে হয়। পাওয়ার কিছুই থাকে না, একমাত্র তাঁর পাদ পদ্ম ছাড়া। শিষ্য নাছোড়বান্দা। অবশেষে সাধু তাকে মন্ত্র দিল। যোগ সাধনার সব কৌশল শেখাল। একদিন শিষ্যকে রেখে সাধু তীর্থ ভ্রমণে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, দেখ বেটা তেরে আপনা কুছ নেহি হ্যায়। এ যো ল্যাঙট (কেপন) হ্যায় না, এহি কো সামালকে রাখনা বাকি কহি চিজ পর ধ্যান মত দে। কেবল ঈশ্বরকে সোচ মে ডুব রহনা। একদিন তেরি সাধনা জরুর পুরি হোগী। গুরু চলে গেলে শিষ্য সারাদিন সাধনা ভজনে ডুবে রইল। পোষাক বলতে ওই ল্যাঙট। একদিন দেখল যে গুহায় ইঁদুর ঢুকে তার ল্যাঙট কেটে দিচ্ছে। শিষ্য ভাবল এই ইঁদুরকে তাড়াতে গেলে একটা বিড়াল পোষা দরকার। তা না হলে ল্যাঙট কেটে বরবাদ করে দেবে ইঁদুরে। ফলে বিড়াল পুষল। কিন্তু বিড়ালকে খেতে দেবার মতো দুধ চাই। তাই দুধের জন্য একটা গরু পুষল। গরুকে খেতে দেবার জন্য খড় বা ঘাস প্রয়োজন তখন সে একটা ঘর বাঁধল চাষের জমি করল। এই গরুর দেখা শোনা করার জন্য একটা স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হল। সে তখন বিয়ে করে ঘোর সংসারী হয়ে গেল। এদিকে ১০–১৫ বছর তীর্থে তীর্থে কাটিয়ে গুরুর মনে পড়ল শিষ্যের কথা। মনে হল কেমন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছে তা একবার দেখা দরকার। গুরু এসে যা দেখল তাতে চক্ষু চড়ক গাছ। শিষ্যকে বলল বেটা তুতো সন্ন্যাসী হ্যায়। ইয়ে সব ক্যায়সা হুয়া? তখন শিষ্য সব ঘটনার কথা ব্যাখ্যা করে বলল গুরুজী ইয়ে সব ল্যাঙট কা বাস্তে হুয়া।'

এটা গল্প হলেও কোথায় যেন আমাদের সমাজের জীবন্ত ছবি হয়ে ফুটে উঠে। আন্না হাজারের শিষ্য ছিল অবন্দি কেজরিওয়াল। সমস্ত রকমের অপশাসন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে আন্না হাজারের সঙ্গে দিল্লিতে ধরনা মঞ্চে অনশন মঞ্চে বসেছে। মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। পরে জনগণের সেবা করার জন্য 'আম আদমি পার্টি খুলে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে হাজির শুধু নয়, দু'দুবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তিনি খড়গপুর আইআইটির প্রাক্তনী। উচ্চ বেতনের চাকরি ছেড়ে জনসেবায় নামলেন। বর্তমানে দুর্নীতির অভিযোগে তিহাড় জেলে বন্দি। ইতিপূর্বে তাঁর আলিশান বাংলো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শ শ কোটি টাকা খরচ করে বাংলো সাজিয়েছেন। এক একটা পর্দার দাম ৮ লক্ষ টাকা। এরকম ১৮টা পর্দা আছে ঘরে। যিনি ভালো চাকরি ছেড়ে আম আদমির সেবা করার জন্য মন্ত্র দীক্ষা নেন। তিনি কেমন করে দুর্নীতিতে ছড়িয়ে পড়লেন? এই প্রশ্ন যদি তার গুরু আন্না হাজারে জেলে গিয়ে অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করে তবে নিশ্চয়ই কেজরিয়োল বলবেন যে আমি আমার জন্য কিছু করিনি। যা করেছি তা ওই ল্যাঙটের জন্য এখানে আম আদমী পার্টির জন্য। পার্টি চালাতে গেলে অর্থ লাগবে, অর্থ না থাকলে পার্টি থাকবে না। পার্টি না থালে দিল্লির আম আদমির কি দশা হবে! তাই যা করেছি সব ওই আমআদমির জন্য।

ওদিকে গুজরাটের চা ওয়ালার বেটা দিল্লির সিংহাসনে বসে আছেন সারা ভারতের উন্নতির জোয়ার কাঁধে নিয়ে। তাই বেচার প্রতি ঝোঁকটা রয়েই গেছে। ভারত মাতার যত সম্পদ সব বিক্রি করে দিচ্ছেন। সব বেচে দিচ্ছেন কারণ কি? না, কারণ হল সবকা সাথ সবকা বিকাশ। যারা কিনছে তাদের বিকাশ হচ্ছে। কিন্তু ভারত মাতা? তাঁর কি হচ্ছে? তাকে চোখে দেখাও যায় না। ধরা ছোঁয়াও যায় না। ফলে তার দুঃখ কষ্টের কথা বলা বেকার। সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী বণ্ডের হাল হকিকত প্রকাশ করতে বাধ্য করল। দেখা যাচ্ছে গোপনে ঘুর পথে দুর্নীতির করতে প্রত্যক্ষ সাহায্য করেছে দেশ সেবক। ভারতের ঔষধ কোম্পানিগুলি বিজেপির পার্টি ফাণ্ডে ৫০০ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে। জীবনদায়ী ওষুধের শুধু দাম বাড়িয়েছে। জনগণের পকেট কাটছে। ৫০০ কোটির চাঁদার বিনিময়ে ৫০০০ কোটি লাভ করেছে। সম্পত্তি ধরা পড়েছে যে নামকরা কোম্পানিগুলি উচ্চমানের ঔষধ তৈরি না করে নিম্নমানের ঔষধ তৈরি করছে তাতে জনগণের রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনা কম। সেন্ট্রাল ল্যাবে পরীক্ষায় ১১০০ ঔষধের মধ্যে ৫২টি এমন বড় কোম্পানির জাল ঔষধ ধরা পড়েছে। দেখা যাচ্ছে ওরাই বেশি চাঁদা দিয়েছে বিজেপিকে। যে ছেলেটা সব ছাড়ল দেশে সেবার ব্রতে সে কেন এমন হল? তার আহার বিহারে কেন হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হবে? না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা– এই শপথ নেবার পর অনেককে অনেক কিছু খেতে দেবার সুযোগ করে দিয়েছে। ১০ বছর ধরে শুধু টেলর দেখালো। কাজ হবে নাকি ২০৪০ সালে।

আমাদের বঙ্গের নেতামন্ত্রীরা সব বাম–দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন করে। মার খেয়ে, জেল খেটে মমতা ব্যানার্জীর সৈনিক হবার যোগ্যতা অর্জন করল। মা–মাটি–মানুষ এর সরকার প্রতিষ্ঠা হল। পার্থ কর্পোরেট চাকরি ছেড়ে মা–মাটি–মানুষের সেবায় নিয়োজিত হল। তার পুরো দপ্তর জেলবন্দি। কেষ্ট বাজারে মাগুর মাছ বিক্রি করত। মন্ত্রী না হলেও তার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধরা পড়ল। বালু খাদ্যমন্ত্রী রেশন চুরি রাঘববোয়াল। তার সাকরেদ সন্দেশখালির বাদশার কোটি কোটি টাকার সম্পদ। ছোটো বড় মেজো সেজো সব মা–মাটি–মানুষের সরকারের নেতা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে। ভাইপোর কত সম্পদ তা জানা না গেলেও তিনি যে হাজার হাজার মানুষকে বার্ধক্যভাতা দিচ্ছেন তা স্বীকৃত সত্য। ফলে এইসব নেতামন্ত্রীর কিন্তু মা–মাটির সেবা করতে এসেছিল। তারা নিজের জন্য কিছুই চায়নি। যা করেছে দলের জন্য। দল মানে মা–মাটি–মানুষের জন্য। ওই গুরুর চেলার মতো ল্যাঙট কা বাস্তে বললেও খুব একটা ভুল হবে না। ক্ষমতার মহিমায় এই–না চাইলেও টাকা এসে ধরা দেয়। ল্যাঙট কাটার ইঁদুর মারার জন্যই যত সব আয়োজন। ফলে নেতারা দোষী নয়, দোষ সব ইঁদুরের।

দেশ দেশান্তরে

কানাডায় শিখ নেতা হত্যায় অভিযুক্তকে আদালতে হাজির

সুমন্ত ভৌমিক

কানাডায় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যায় তিন ভারতীয়কে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হলো কামালপ্রিত সিং, কারান ব্রার ও কারানপ্রিত সিং। মঙ্গলবার তাদের কানাডার একটি আদালতে নিয়ে যান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তবে আসামিদের বিচারকের সামনে হাজির না করে ভার্চুয়াল জবানবন্দি নেওয়া হয়। বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের শিখ নেতারা। তারা এই বিচার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কানাডার পুলিশ গত সপ্তাহে তাদের এডমন্টন ও আলবার্টা থেকে গ্রেপ্তার করে। আসামিদের ৪৫ বছর বয়সী শিখ নেতা হরদীপ হত্যায় অভিযুক্ত করা হলেও তাদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের হয়ে কাজ করার অভিযোগ এখনও তদন্তাধীন আছে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সুরির পুলিশ কর্মকর্তা মান্দিপ মুকার।

এই মামলায় তিন ভারতীয়কে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যা নিয়ে অটোয়া ও নয়াদিল্লির মধ্যে কূটনৈতিক বিরোধ চলছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ভারত সরকারের হয়ে হত্যাকাণ্ডটি ঘটায় বলে মন্তব্য করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এর পরই নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে সেই অভিযোগ নাকচ করে দেওয়ার পাশাপাশি কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়।

ফিলিস্তিনের পক্ষে 'লাইক' দিয়ে বরখাস্ত

মুম্বাইয়ের পারভীন শেখ নামে এক স্কুল শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফিলিস্তিনের পক্ষে দেওয়া একটি পোস্টে 'লাইক' দেবার কারণে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পারভীন শেখ সোমাইয়া স্কুলের অধ্যক্ষ। পারভীন শেখ প্রায় ১২ বছর ধরে সোমাইয়া স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাত বছর আগে তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেন। পারভীন শেখের শিক্ষা ক্ষেত্রে ৩০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামাসপন্থী, ইসলামপন্থী ও হিন্দুত্ববিরোধী লেখার প্রতি সমর্থন জানান।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে সোমাইয়া স্কুল কর্তৃপক্ষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে পারভিন শেখের কর্মকাণ্ড স্পষ্টভাবে আমাদের লালিত মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সুতরাং গভীর উদ্বেগ ও বিবেচনার পর তাকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে বরখাস্তের বিষয়ে জানতে চাইলে পারভিন শেখ বলেন, এই সিদ্ধান্ত অন্যায়। ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে বরখাস্তের নোটিশ পাওয়ার আগেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আমার পদত্যাগের খবর জেনে আমি হতবাক হয়েছি।

পাঠকের কলমে

দীঘাতে ঠগবাজি কাজুবাদাম বিক্রি বন্ধ হোক

সম্প্রতি আমার এক কাছের জন দিদিমণি দীঘা বেড়িয়ে এসেছে।প্রিয়জনদের উপহার দেওয়ার জন্য কিনে এনেছে প্যাকেট বন্দী কিছু কাজুবাদাম ।বাড়ি এসে কাজুর প্যাকেট খুলে দেখে সবটাই ঠগবাজি।

দুশো গ্রাম কাজুর মধ্যে দুদশটা ভাল ছাড়া সবটাই ভাঙা, খারাপ ও খাবার অযোগ্য। বেস্ট কোয়ালিটি লেখা সুদৃশ্য মোড়কের প্যাকেট দেখে বোঝার উপায় নেই, প্যাকেটের ভিতরে লুকিয়ে আছে পুরোটাই ভাঁওতাবাজি। অথচ এইসব ভাঁওতাবাজি কাজুর প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে দীঘার সাজানো গোছানো দোকানের শোকেশে। দিদিমণি ঠকেছেন।হয়তো দিদিমণির মতো শত শত পর্যটক–ও ঠকেছেন এবং ঠকে চলেছেন।দীঘার মতো জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে বন্ধ হোক এই ঠগবাজির কাজু বিক্রি। প্রয়োজনে চলুক ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের নজরদারি।

তাই দীঘায় বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে আমাদের আবেদন, লোভনীয় সুদৃশ্য মোড়কের কাজু বাদাম থেকে সাবধান! সবদিক যাচাই করে তবেই কিনুন কাজু।

দীপংকর মান্না

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ড. কেশব

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

বৃষ্টিতে স্বস্তি মিললেও স্বল্প ক্ষতি ধানের

দেবাশিস রায় : সোমবার থেকে পরপর বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটা কমে গিয়ে স্বস্তি মিললেও ধানের ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষতি হল। তবে, এই বৃষ্টিতে পাটচাষে বেশ উপকার হয়েছে। ফলে পাটচাষিদের মুখে খানিকটা নিশ্চিন্তের হাসি দেখা গেছে। চৈত্রের শেষ সপ্তাহ থেকে দীর্ঘদিন একটানা তীব্র দাবদাহের কারণে বঙ্গের পাটচাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। একইভাবে কিছু সবজি ও ফুল–ফল চাষের ক্ষেত্রেও বিস্তর সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই গত সোমবার গভীর রাতে বিভিন্ন জেলায় প্রথম মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছিল। তারপর বৃহস্পতিবার বিকেলে ফের দফায় দফায় বৃষ্টিপাতের জেরে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে তাপমাত্রা আরও খানিকটা নেমে এসেছিল। বৃহস্পতিবার ঘন্টা খানেকের বৃষ্টিতে মাঠঘাট কিছু সময়ের জন্য জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। অনেক জায়গায় মেঠো পথ কর্দমাক্ত হয়ে যাওয়ায় এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে সাময়িক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় চাষিরা এখনও আমন ধান মাঠ থেকে কেটে ঘরে তুলতেই পারেননি। মাঠে কেটে ফেলে রাখা সেই ধান এদিনের বৃষ্টিপাতের জেরে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার কোণায় কোণায় এমনতর পরিস্থিতির খবর মিলেছে। জেলার সীমান্তবর্তী ব্লক আউশগ্রামের হেদোগড়া এলাকায় শুক্রবার সকালে বেশ কিছু জমিতে আমন ধান মাঠে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এমনতর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার মধ্যেই মাঠ থেকে ফসল যথাযথভাবে ঘরে তুলতে না পারলে চাষিদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।

সুন্দরবনে মুগ ও নোটে বীজের ওপর হাতে কলমে কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : সুন্দরবনে ধানের পাশাপাশি লবন সহনশীল বিকল্প চাষে কৃষকদের পাশে এগিয়ে এল কয়েকটি সংস্থা।হারিয়ে যাওয়া নটে শাকের বীজের ১০ রকম প্রজাতি ও মুগের বীজের ২৪ রকমের প্রজাতির বীজ নিয়ে পরীক্ষা মূলক চাষের কাজ চলছে সুন্দরবনের কুলতলি ও বাসন্তী ব্লকে।আর মুগের এই ২৪ রকম প্রজাতির মধ্যে কোন কোন প্রজাতির চাষ সুন্দরবনে ভালো হতে পারে তা নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজ ও শুরু করেছে নিমপীঠ লোকমাতা রাণি রাসমণি মিশন।তাঁরা হায়দ্রাবাদের ওয়াসান নামে একটি সংস্থা ও বাসন্তীর চম্পা মহিলা সোসাইটির সহায়তায় এই কাজ শুরু করেছে সুন্দরবনের দুটি ব্লকে ।আর শনিবার এই সংস্থাগুলির উদ্যোগে সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব মধ্য গুড়গুড়িয়ার বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে বহু কৃষকদের নিয়ে মুগ চাষ ও নটে শাকের ভ্যারাইটি বীজের ওপর একটি প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। যাতে সুন্দরবনের বাসন্তী ও কুলতলি ব্লক থেকে বহু পুরুষ ও মহিলা কৃষক অংশ নেন। এদিন এই শিবিরে মুগ চাষ ও নটে শাকের বিষয়ে কৃষকদের কাছে বিস্তারিত আলোকপাত করেন নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞ শ্যামসুন্দর লক্ষ্মণ, হায়দ্রাবাদের ওয়াসন সংস্থার সদস্য শুভদীপ মণ্ডল, নিমপীঠ লোকমাতা রানি রাসমণি মিশনের সদস্য দেবীপ্রসাদ রায়, মৃণাল সামন্ত, অশোক হালদার সহ অনেকে।এদিন এই চাষ কীভাবে করতে হবে, কীভাবে মাটির যত্ন নিতে হবে,কতটা পরিমাণ জৈব সার দিতে হবে, রোগ পোকা হাত থেকে কীভাবে ফসলকে রক্ষা করতে হবে তাঁর ওপর বিশদে আলোচনা করা হয়।তাছাড়া এদিন এই এলাকায় মুগচাষের জমিতে গিয়ে কৃষকরা কোন বীজের মুগচাষে গ্রোথ এসেছে অর্থাৎ কোন প্রজাতির মুগ চাষ এই এলাকায় করা উচিত তাঁর ওপর তাদের অভিমত প্রকাশ করেন।চিহ্নিত করেন সেই সব গাছকে। এব্যাপারে এদিন কৃষি বিশেষজ্ঞ শ্যামসুন্দর লক্ষ্মণ বলেন,গুরুত্বহীন হয়ে যাওয়া এই ধরনের চাষের প্রতি চাষিদের আগ্রহ বাড়াতে এবং গ্রীষ্মকালীন মুগচাষের প্রতি কৃষকদের আরো বেশি করে সচেতন করতে হাতে কলমে একটি প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল।সম্পূর্ণ জৈব উপায়ে এই চাষ করা হচ্ছে বলে এদিন জানালেন লোকমাতা রানি রাসমণি মিশনের সদস্য দেবীপ্রসাদ রায়।তিনি বলেন, হারিয়ে যাওয়া এই ধরনের চাষকে ব্যবসায়িকভাবে চাষ করে কত বেশি মুনাফা আসতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।লবণ সহনশীল সুন্দরবনে বিকল্প এই চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থান আরও মজবুত হতে পারে।

ভোটের আলোয়

অত্যাচারের অভিযোগ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে পা বাড়ালেন ২৫০ জনের অধিক সংখ্যালঘু মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী –শাসক দলের অত্যাচারের অতিষ্ঠ হয়েই তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়লেন প্রায় ২৫০ জন সংখ্যালঘু মানুষ।যোগ দিলেন ভারতীয় জনতা পার্টীতে।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে বাসন্তী থাণার অন্তর্গত উত্তরমোকাম বেড়িয়ার নলিয়াখালি গ্রামে। সেখানে বিজেপির এক জনসভা মঞ্চে সংখ্যালঘু মানুষজন পদ্মফুলের পতাকা তুলে নেন।আগামী পয়লা জুন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল মনোনয়পত্র জমা করেছেন।বিজেপি প্রার্থী অশোক কান্ডারী মনোনয়নপত্র জমা দেবেন।অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে।এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলো বিরামহীন ভাবে দিনে রাতে বিভিন্ন ভাবে প্রচার করে চলেছে।বুধবার রাতে বিজেপির জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে বাসন্তী ব্লকের উত্তরমোকাম বেড়িয়া পঞ্চায়েতের নলিয়াখালি কাছারী মাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।জনসভার মঞ্চে বিজেপি প্রার্থী অশোক কান্ডারীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব নারায়ণ মল্লিক,রাজ্য নেতা তথা মিডিয়া ইনচার্জ সঞ্জয় কুমার নায়েক,জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার,জয়নগর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুমন সরদার,জেলা সহ সভাপতি প্রদীপ সরদার,জয়নগর লোকসভার কোর কমিটির সদস্য রামকৃষ্ণ প্রামাণিক,জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি সালাউদ্দিন দেওয়ান,বাসন্তী বিধানসভার কনভেনার সুবল বিশ্বাস,বাসন্তী ২ নম্বর মন্ডল সভাপতি অসীম বর্মন সহ অন্যান্যরা। এদিন নির্বাচনী জনসভা মঞ্চে বিজেপি নেতৃত্বের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের ২৫০ জনের অধিক সংখ্যালঘু মানুষজন।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে রবিউল সেখ জানিয়েছেন, ‘বাসন্তী ব্লকে পরিবারতন্ত্র রাজনীতি চলছে।বাসন্তী ব্লক তৃণমূল নেতা রাজা গাজী ও তাঁর বাবা মন্টু গাজী কে ইঙ্গিত করে বলেন , বাসন্তী ব্লকে বাবা ও ছেলে তৃণমূল কংগ্রেসের শেষ কথা।এই বাবা–ছেলের জন্য বাসন্তী ব্লকে একাধিকবার রক্ত ঝরেছে।পরিবারতন্ত্র কে ধ্বংস করে খুন সন্ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ করতে এবং উন্নয়ন কে তরান্বিত করতে আমরা বিজেপির পরিবারে যোগদান করেছি।’একই মতে হাফিজুল সেখ,সিরাজুল সেখ,মনিরুল লস্কর,ইসলাম সরদারের’

বিজেপি’র জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার জানিয়েছেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে চলছে কোলাহল।সাধারণ মানুষ অতিষ্ট। বাসন্তী ব্লকের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারেন না। প্রতিনিয়ত চলে খুনের রাজনীতি।বোমা–বন্দুকের আওয়াজে ঘুম ভাঙে মানুষের। বাতাসে রয়েছে গোলাবারুদের রুদ্ধশ্বাস গন্ধ। পরিত্রাণ এবং শান্তিতে বসবাস করার জন্য সংখ্যলঘু মানুষজন বিজেপি শিবিরে নাম লেখাচ্ছেন।’

বিজেপির রাজ্যনেতা তথা মিডিয়া ইনচার্জ সঞ্জয় কুমার নায়েক জানিয়েছেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেস যে কি বিপজ্জনক দল দেরীতে হলেও সেটা সংখ্যলঘু মানুষজন বুঝতে পেরেছেন। আর সেই কারণে রাজ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কে উৎখাত করতে বিজেপিতে যোগদান করছেন তাঁরা।বুধবার বাসন্তী ব্লকের কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২৫০ জনের অধিক তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন।লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের যে সলিল সমাধি ঘটবে তা একশো ভাগ নিশ্চিত।’

অন্যদিকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে বাসন্তী ব্লকের এক তৃণমূল নেতা জানিয়েছেন, ‘তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে কেউ যোগ দেয়নি।নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত ভেবে এবং ভোটের বাজার গরম করতে বিজেপি নিজেদের কর্মী সমর্থদের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে রাজনৈতিক ভাবে ফায়দা তুলতে চাইছে। সাধারণ মানুষ বোকা নয়।’

সাফল্যের আলোয়

অসহায়,পিতৃহীন বিলাসের অন্তরায় আর্থিক সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি,সুন্দরবন : সুন্দরবনের অসহায়, পিতৃহীন বিলাস নাইয়া বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন দেখছে।এ বছর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল থেকে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে বিলাস নাইয়া প্রথম হয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৪ (৯৩%),ছোটবেলা থেকেই বাবা সাধন নাইয়াকে হারিয়েছে সে। রায়দিঘী ও পাথরপ্রতিমা বিধানসভা লাগোয়া মনি নদীর ধারে তাদের বাড়ি।মা প্রতিমা দেবী কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন।

একমাত্র দাদা বৌদি পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরে রাজ্যে থাকে। অসহায় এই পরিবারের পাশে এতদিন ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করেছে সে।কোন রকম প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই। এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৮০, ইংরেজিতে ৯২, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ৯৬, ভূগোলে ৯০, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৩, অর্থনীতিতে ৯৩। ভবিষ্যতে সে উচ্চশিক্ষার জন্য বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় কিন্তু প্রধান অন্তরায় তাঁর আর্থিক অবস্থা। এব্যাপারে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, ছেলেটি অত্যন্ত পরিশ্রমী।সে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে আবাসিক থেকে পড়াশোনা করেছে। হাতের কাজ অত্যন্ত ভালো। বিভিন্ন মডেল, ছবি আঁকাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা, নিষ্ঠাবান, শৃঙ্খলাপরায়ন এই ছাত্রের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে তাঁর স্বপ্নপূরণ হতে পারে। ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তিনি কামনা করেন।

চিকিৎসক হয়ে মানুষের পাশে থাকতে চাই : বিতান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর: ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সেবা করতে চায় এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের নবম স্থানাধিকারী বিতান আহমেদ।দক্ষিন ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার থানার ভোগপুঞ্জ গ্রামের ছেলে বিতান। বাবা আলতাফ আহমেদ স্কুল শিক্ষক এবং এপিডিআর নামে এক মানবাধিকার সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক,মা ওলিনা আখন্দ ও স্কুল শিক্ষক।বিতান ছোট বেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র।সে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা মন্দির থেকে এবছর পরীক্ষা দিয়েছিলো উচ্চ মাধ্যমিক। বিষয়ে নং গুলি হল– বাংলায়– ৯৫, ইংরেজি –৯৮,বায়ো –৯২,কেমিস্ট –৯৭,ফিজিক্স –৯৮ ও অংক –১০০।রেজাল্ট আউট হবার পরে এদিন বিতান বলেন,আমাদের বাড়ি থেকে ২০–২৫ গেলে তবে কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসা করাতে পারবে।তাই আমি চাই চিকিৎসক হতে।আমার বাবা মা স্কুল শিক্ষক।

তাছাড়া আমার বাবা এপিডিআর সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে তাই বাবার আদর্শে অনুপ্রানীত হয়ে আমি চিকিৎসক হিসাবে মানুষের পাশে থাকতে

চাই। আর ছেলের এই কাজে বাবা আলতাফ আহমেদ সবসময় আছে বলে জানালেন।কলকাতা শহরতলি লাগোয়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের বিতান আগামী দিনের সাফল্য কামনা করে এলাকা বাসী।

আর বুধবার রেজাল্ট আউট হতে সে জানতে পারে সে রাজ্যের মধ্যে নবম স্থানে হয়েছে। আর এই খবর জানার পর থেকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই গ্রামে খুশির উৎসব শুরু হয়ে গেছে।বিতান ৪৮৮ নং পেয়ে নবম হয়েছে।তাঁর বিভিন্ন

রাস্তার পাশে পড়ে

প্রথম পাতার পর

লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী। তিনি জানান শাসকদলের মদত ও প্রশাসনের মদত ছাড়া এমন কাজ হতেই পারে না। স্থানীয় পঞ্চায়েত অথবা প্রশাসন এই বিষয়টা কি জানতো না। সমস্তটা জেনেও টাকার লোভে চুপ করেছিল। এই বিষয়ে দোষীরা শাস্তি না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনদপ্তর এর আধিকারিক মিলন মন্ডল কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানায় এই বিষয়ে আমাদের নজরে এসেছে আমরা পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রশাসনকে জানিয়েছি। তবে প্রশ্ন উঠছে পদক্ষেপ নিলেও কি ফিরে পাওয়া যাবে এই হাজার হাজার গাছ, কেন সবটা জানা সত্ত্বেও প্রশাসন প্রথম থেকে পদক্ষেপ নিল না যখন তীব্র তাপপ্রবাহে বেশি করে গাছ লাগানোর কথা বলা হচ্ছে তখনই ১০০০ এরও বেশি গাছ নিধন করা হলো। আগামী দিনে আরও ভয়ংকর দিন দেখতে হবে না তো মানুষকে?

পেট্রাপোল সীমান্তে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩টি পৃথক সোনা পাচার পাকড়াও বিএসএফের

কল্যাণ রায়চৌধুরী : লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩টি বড়সর সোনার চোরাচালান বানচাল করে। তিনটি ভিন্ন ঘটনায় ৪ কোটি ৩০ লাখ ৬৬ হাজার ১৬৫ টাকার সোনাসহ এক বাংলাদেশি মহিলাসহ চার পাচারকারীকে আটক করেছে। ৭ মে সন্ধ্যায় পেট্রোপোল সীমান্তে ১৪৫ ব্যাটেলিয়ন কর্মীরা ৩০টি সোনার বিস্কুটসহ এক ভারতীয় ট্রাক চালককে এবং ৮ মে সকালে পৃথক দুটি ঘটনার একটিতে এক বাংলাদেশি মহিলা যাত্রীকে দুটি সোনার বিস্কুটসহ আটক করা হয়। এই সাথে পেট্রোপোল সীমান্তে হরিদাসপুর বিওপি থেকে বিএসএফ জওয়ানরা ১৮টি সোনার বিস্কুটসহ আরও দুটি পাচারকারীকে বাসে করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেপ্তার করে। পরস্পর এই তিনটি পাচারের ঘটনায় বাজেয়াপ্ত সোনার বিস্কুটগুলির মোট ওজন প্রায় ৫ কিলো ৮০০

গ্রাম। যার বাজারমূল্য ৮ কোটি ৬৬ হাজার ১৬৫ টাকা বলে বিএসএফ সূত্রে খবর। বিএসএফ আরও জানায়, গ্রেপ্তারকৃত পাচারকারীরা হল ট্রাকচালক উজ্জল মন্ডল, বাস থেকে আটক দুজন তাপস রায় ও অভিজিৎ সাহা এরা ভারতীয় বাসিন্দা। গ্রেপ্তারকৃত মহিলা পাচারকারী হল দেবরূপা আখতার, সে বাংলাদেশের বাসিন্দা। এইসব পাচারকারী ও বাজেয়াপ্ত সোনার বিস্কুটগুলি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পেট্রোপোল শুল্ক বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিকে মেধাতালিকায় চন্দননগরের দুইবোন

মলয় সুর: চন্দননগর কুন্ডুঘাটের বাসিন্দা স্নেহা ঘোষ ৪৯৩ নম্বর পেয়ে রাজ্যে মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে ও সোহা ঘোষ ৪৮৭ নম্বর পেয়ে দশম স্থানে রয়েছে। মেয়েদের মধ্যে যুগ্মভাবে প্রথম স্নেহা। দুজনেই চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরের ছাত্রী। পড়াশোনার জন্য তাদের কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। আগামীদিনে তারা ইকোনমিক্স নিয়ে পড়তে চায়। তাদের বাবা সঞ্জীব কুমার ঘোষ একটি বেসরকারী সংস্থার কর্মী। বর্তমানে তিনি কর্মসূত্রে গুজরাটে আছেন মা অর্পনা ঘোষ গৃহবধূ। দুইবোন সহ কাজই একসঙ্গে করতে ভালোবাসে। অবসর সময়ে তাদের দাবা খেলা এবং সিনেমা দেখা খুবই পছন্দের। স্নেহা জানায়দাবাতে গ্রান্ড মাস্টার সূর্যশেখর গাঙ্গুলী তার আইকন। মেধা তালিকা ঘোষনা হতেই দুইবোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছাসে ফেটে পড়ে। ইতি মধ্যেই চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী ও ডেপুটি মেয়র অমিত আগারয়াল দুজনকে শুভেচ্ছা জানায়।

বঙ্গবাসী ভুগছে কেন্দ্রীয়

প্রথম পাতার পর

অঙ্গ দাতাকে যাতে অঙ্গগ্রহীতার কাছে সড়ক পথে দ্রুত নির্দিষ্ট হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া যায় সেজন্য ২০১৪ সালের সরকার গ্রীন করিডর চালু করে। ২০১৩ সালে অঙ্গদানের সংখ্যা ছিল ৫ হাজারেরও কম ২০২২ সালে তা পনেরো হাজারো ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টিও ভালো করে এই বঙ্গে প্রচার করা হয়নি। করোনাকালে সারাদেশে ২২০ কোটিরও বেশি টিকার ডোজ প্রদান করা হয়। দুর্গম এলাকায় কোভিড ১৯ টিকা পৌঁছে দিতে ড্রোন ভিত্তিক সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল। যা অনেকটাই প্রচারের আলোক থেকে অন্ধকারে রয়ে গেছে। তরুণদের মাদক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতন করতে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের সূচনা হয়েছিল। দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত ৬৩৮ টি এনজিও সংযুক্ত কেন্দ্রের পরামর্শ চিকিৎসা ও নেশা মুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। মাদকাসক্তদের প্রাথমিক পরামর্শের জন্য ন্যাশনাল ডি অ্যাডিকশন টুল হেল্পলাইন নাম্বার ১৪৪৪৬ চালু করা রয়েছে। মিশন ইন্দ্রধনুস প্রকল্প হল ৯০শতাংশ শিশু ও গর্ভবতী মহিলাকে দ্রুত টিকার আওতায় নিয়ে আসা এবং অব্যাহত রাখা। ২০২২ সালের মে মাস পর্যন্ত ৪.৪৫ কোটি শিশু এবং ১.১২ কোটি গর্ভবতী মহিলাকে টিকাদান করা হয়েছে।

আদালতের নির্দেশে ক্ষতিপূরণ

প্রথম পাতার পর

বন দপ্তরের অনুমতি নিয়েই জঙ্গলে গিয়েছিলেন দিলীপ।কিন্তু বন দফতর সহ সমস্ত সরকারি দফতরে আবেদন–নিবেদন করেও আমি কোনো ক্ষতিপূরণ পাইনি।তাই আমি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম।এই রায়ে আমি খুশি।অপরদিকে কুলতলির মৈপিঠের বাসিন্দা অমল দণ্ডপাতকে বাঘে আক্রমণ করেছিল ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর। দিন দু’য়েক পরে সে মারা যান।

স্ত্রী তপতী বুধবার বলেন, অমলও বৈধ অনুমতিপত্র নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে ছিলেন।তবু ক্ষতিপূরণ দিতে গড়িমসি করছিল প্রশাসন।তবে তিনিও আদালতের এই রায়ে খুশি।সুন্দরবন এলাকায় দীর্ঘদিন বাঘে কামড়ে মৃত ও আহতদের পাশে থেকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর।এর আগে এপিডিআরের উদ্যোগেই কুলতলির বাসিন্দা শান্তিবালা নস্করের স্বামী লখিন্দর নস্করের মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করে আদালতে গিয়েছিলেন।এর পরে আদালতের নির্দেশে ক্ষতিপূরণ পান শান্তিবালা। আর এ বারও এপিডিআরের উদ্যোগেই গত সপ্তাহে আদালতের দ্বারস্থ হন শেফালি, তপতীরা। এদিন আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী ছিলেন কৌশিক গুপ্ত এবং শ্রীময়ী মুখোপাধ্যায়। আইনজীবী শ্রীময়ী বলেন, “চার সপ্তাহের মধ্যে দুই পরিবারকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। প্রত্যন্ত এলাকার এই সব মানুষজন আগে আদালত পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেন না। এখন আসছেন, ফলে বিচারও পাচ্ছেন।” আর এ ব্যাপারে এপিডিআরের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সহ সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল বুধবার বলেন, নানা অজুহাতে এঁদের ক্ষতিপূরণ আটকে রাখে প্রশাসন। ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয় এই সব পরিবার গুলি। আমরা চাই, কোনও গড়িমসি না করে বাঘের আক্রমণে মৃত ও জখম প্রতিটি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।আর এই সব মানুষদের পাশে এপিডিআর ছিলো আগামী দিনে ও থাকবে।রাজ্যে সরকারের উচিত এই সব মানুষের দ্রুত ক্ষতি পূরনের পাশাপাশি তাদের কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া।কারন সুন্দরবনে বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় এই জাতীয় দূর্ঘটনা গুলো ঘটে চলেছে।এ ব্যাপারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, আইন মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।তবে আদালতের নির্দেশ এলে সংশ্লিষ্ট পরিবার গুলিকেও দ্রুত ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হবে।

মাদক উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

প্রথম পাতার পর

বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

ঘটনার পর থেকে এলাকা শুনশান। বাবুসহ আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িতে বাইরের গেটে তালা লাগানো। লোকজন ভয়ে মুখ খুলতে চাইছে না। চলছে পুলিশের রেড। পুলিশের ভয়ে এলাকাছাড়া গ্রামের পুরুষেরা। বিশাল পুলিশবাহিনী বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।রাস্তাঘাট একপ্রকার ফাঁকা। দোকানপাট বন্ধ।

শাসক ছাড়া সবাই অনুপস্থিত ভোটের ফলতায়

প্রথম পাতার পর

অন্যথা হলে বিদ্যুতের লাইন ও জলের লাইন কেটে দেওয়া হবে। এলাকার যা প্রয়োজন সেটা বলুন তা দিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু কোনভাবেই বিজেপি বা বাম কিংবা এসএফআই প্রার্থীকে ভোট দেওয়া যাবে না। ফলতার সর্বত্র একটা চাপা সন্ত্রাস কাজ করছে বলে সাধারণ মানুষের দাবি। অধিকাংশ এলাকা থেকেই মানুষজন জানাচ্ছেন এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা মিলছে না। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব কেন ফলতার ব্যাপারে নীরব তাও বুঝতে পারছে না এলাকার কার্যকর্তারা। বাম মনোভাবসম্পন্ন মানুষদেরও দাবি বাম প্রার্থী এখানে প্রচারে আসুক। বিজেপির ডায়মন্ডহারবার লোকসভার কনভেনার দেবাংশু পান্ডা এই প্রসঙ্গে বলেন, ফলতায় আমাদের ৪৬ জন কার্যকর্তার বিরুদ্ধে থানাতে অবৈধ কেস দেওয়া হয়েছে। অনেকেই গ্রেপ্তারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আগে তাদের জামিন করা হবে তারপর ফলতা এলাকায় আমরা প্রচারে গুরুত্ব দেব। লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন ফলতার পরিস্থিতি নিয়ে। বামপ্রার্থী প্রতিকুর রহমানের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য ফোন করেছিলাম। ফোন ধরেন তার প্রচারসঙ্গী এসএফআই নেতা রামিজ রাজা। তিনি জানান ফলতার বর্ডার এলাকায় প্রচার সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের দেওয়াল ফলতা এলাকায় মুছে দেওয়া হয়। সন্ত্রাসের কারণে প্রচার করা যাচ্ছে না। তবে খুব শিগগিরই প্রচার শুরু করব। নির্বাচন কমিশনেও আমরা অভিযোগ জানিয়েছি।

প্রসঙ্গত ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্য ছটি বিধানসভা কেন্দ্রে কম–বেশি বাম এবং বিজেপি প্রার্থীরা প্রচার করছেন শুধুমাত্র ফলতাতেই তারা এখনো ব্যর্থ। যদিও তৃণমূল শিবির বিরোধীদের সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তৃণমূল নেতৃত্বর দাবি বিরোধীদের লোকবল নেই তাই মিথ্যা বদনাম করছে শাসকদলের বিরুদ্ধে।

মহানগরে

বার্তা

মনোনয়নে সরগরম আলিপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, হাতে টানা রিকশা আর ট্রাম। ভোটের ময়দানে সেই ট্রামকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনলেন প্রচারের শিরোনামে। ট্রামকে ব্যবহার করেন মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসলেন জয়নগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কাণ্ডারী। জয়নগর থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে আসেন বালিগঞ্জ স্টেশনে। বালিগঞ্জে আসার পর সেখান থেকেই মূলত উঠে পড়েন ট্রামে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মিছিল করে উপস্থিত হন আলিপুর প্রশাসনিক ভবনে। এখানে অতিরিক্ত জেলাশাসক ভাস্কর পালের কাছে মনোনয়ন জমা দেন।

ইতিমধ্যে শেষ দফার মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরু হয়েছে। এদিন আলিপুরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য উপস্থিত হন। প্রার্থীরা কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে গোপালনগর মোড়ে নামেন, আর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে আসেন আলিপুরে। তবে ট্রামে চেপে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসেন একমাত্র বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কান্ডারী। এদিন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কান্ডারীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর,রাজ্যনেতা তথা বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ সঞ্জয় কুমার নায়েক,সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার,জেলা যুব মোর্চা সভাপতি অসীম সাঁপুই,জেলা যুবমোর্চা সহ সভাপতি পবিত্র পাত্র,মহিলা যুবমোর্চা সভাপতি সীমা মুখার্জী,জেলা সহ সভাপতি সঞ্জয় সিনহা,অজয় বায়েন, সুব্রত পাল,ধনপতি নস্কর,শুভঙ্কর মণ্ডল,দিলীপ বৈদ্য সহ অন্যান্য পাঁচশো'র বেশি বিজেপি কর্মীসমর্থক।

ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস (ববি) ৯ মে আলিপুরে লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার অতিরিক্ত জেলাশাসক সাদ্দাম নাভাসের হাতে মনোনয়ন জমা দিলেন। এদিন সকালে পৈলানে স্বামীনারায়ণ মন্দিরে প্রথমে অভিজিৎ দাস পুজো দেন। তারপর আলিপুর অভিমুখে রওনা দেন কর্মী সমর্থকদের নিয়ে। বাস ম্যাটাডোর লরিতে বিজেপির ঝান্ডা লাগিয়ে প্রচুর কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। ধামসা মাদল ঢাকের তালে তালে কর্মী সমর্থকদের মুখে ছিল জয় শ্রীরাম স্লোগান। আলিপুরে যখন অভিজিৎ দাসের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত হন, তখন যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে পরিস্থিতি ঠিক হয়। মনোনয়ন জমা দিয়ে অভিজিৎ দাস জানান, কর্মী সমর্থকদের যা উচ্ছ্বাস দেখলাম অবাধ নির্বাচন হলে আমার জয় সুনিশ্চিত।

আলিপুর সদরে মনোনয়ন জমা করেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বিশাল মিছিল করে মনোনয়ন জমা দেন তারা। সিপিএমও পিছিয়ে ছিল না। দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাদবপুর, ডায়মন্ড হারবার, মথুরাপুর, জয়নগর এবং দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থীদের নিয়ে হাজরা থেকে মহা মিছিলের মাধ্যমে মনোনয়ন যাত্রা শুরু করলেও মাঝপথে পুলিশের নিষ্ক্রয়তার কারণে তাদের গাড়ি থেকে নেমে মনোনয়ন জমা দিতে হয়। তৃণমূলের পক্ষথেকে খেলা হবে গান চালিয়ে সিপিএম-এর সমর্থকদের উত্তেজিত করে এবং তাই সরগরম হয়ে ওঠে আলিপুর চত্তর। সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন জমা করেন দক্ষিন কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, দেবাশীস কুমার ও যাভেদ খান।

১০মে মনোনয়ন জমা করে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। রাস্তা বন্ধ করে প্রচারী গান চালিয়ে জনগনের অসুবিধা করে বাড়ি থেকে আলিপুরে পৌছান প্রার্থী। রাস্তায় যানজটে আটকে থাকা মানুষজনের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এদিন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অর্নিবান গাঙ্গুলীও।

এছাড়াও আলিপুরে সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন জমা দেন দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী। পিছিয়ে নেই উত্তর কলকাতাও। সেখানে মনোনয়ন দেন সত্য তৃণমূল থেকে আসা বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। তবে মনোনয়ন ঘিরে আলিপুর শহর সংলগ্ন এলাকার রাস্তাঘাট যেভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাতে চরম দুর্ভোগে পরে জনসাধারণ।

উচ্চমাধ্যমিকে সেরা দশে দাপট বিজ্ঞান ও কলায়, উধাও বাণিজ্য

বরুণ মণ্ডল : রাজ্যে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার বাড়লো সামান্য ০.৭৫ শতাংশ। ২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার ছিল ৮৯.২৫ শতাংশ। আর এবার তা সামান্য বেড়ে হল ৯০.০০ শতাংশ। সেই সঙ্গে এবার ছাত্রদের পাসের হার বাড়লো ০.৪৬ শতাংশ আর ছাত্রীদের পাসের হার বাড়লো একটু বেশি ০.৯২ শতাংশ। এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে ২,৭৮,১৩৯ জন। শতাংশের হিসেবে যা ৪০.৯২ শতাংশ। ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে ৫৭,৫৬৫ জন। শতাংশের নম্বর হিসেবে যা ৮.৪৭ শতাংশ। অন্যদিক, ৩০ – ৫৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছে ৪,০১,৬৪৫ জন। শতকের হিসেবে যা ৫৯.০৮ শতাংশ।
উচ্চ মাধ্যমিকের সামগ্রিক ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে নিয়মিতদের মধ্যে মোট উপস্থিত পরীক্ষার্থী ৭,৫৫,৩২৪ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৩,৩১,৭৪৩ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৪,২৩,৫৮১ জন। যা ছাত্রদের তুলনায় ৯১,৮৩৮ জন বেশি। অর্থাৎ নিয়মিত ১০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষার্থী আর বাকি ৫৬ জন ছাত্রী পরীক্ষার্থী।
তাতে সাংবাদিকদের প্রশ্ন, এবারের মাধ্যমিকের ফলাফলে দেখা গেল উপস্থিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্রদের সংখ্যাটা ক্রমশ কমছে আবার সংখ্যালঘুদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা ৪০ শতাংশে নেমে গিয়েছে। তাহলে কী ছাত্ররা কোনও কারণে স্কুলছুট হচ্ছে? যেহেতু ছাত্রদের সংসার চালানোর অনেক বেশি থাকে। উত্তরে সংসদ সভাপতি অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, এটা হচ্ছে স্কুল ড্রপের ইস্যুটা। স্কুল ড্রপের ইস্যুটা সব জায়গাতেই কমবেশি থাকে। সে জন্যই তো যতো রেজিস্ট্রেশন হয়। সেই সংখ্যায় কিন্তু এনরোল্ডমেন্টটা হয় না। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক এনরোল্ডমেন্ট হওয়া ৯,১২৪ জন পরীক্ষা দিতেই আসেনি। আসলে যতো ছাত্র মাধ্যমিক পাস করে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়, কিন্তু ততো ছাত্র কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসেই না। এর কারণ বিস্তৃত সামাজিক প্রেক্ষাপট। তার সোসাল দিকগুলি পুরোটা অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে। এটা রাজ্যের শিক্ষা দফতরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিষয়টা দেখবো। সংসদ সভাপতি আরও বলে, আমাদের উচ্চ মাধ্যমিকে উপরের দিকের নম্বরটা একটু কম উঠছে। ৯০ শতাংশের বেশি উঠছে না। এবার ১.২৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ৯০ – ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। এই সংখ্যাটা একটু কম। মাত্র ৮,৩৩১ জন। এর মধ্যে ৪,৭৭৯ জন ছাত্রী আর বাকি ছাত্রদের সংখ্যা ৩,৫৫২ জন। মেয়েদের পাসের এখন বেশ ভালো। ছাত্রীরাও এখন অধিক সংখ্যায় ৯০ শতাংশ নম্বর পাচ্ছে। তবে ২০ – ৩০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পাবে। এটা কখনই ঠিক নয়। এটা সত্য যে, উচ্চ মাধ্যমিকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যায় যথেষ্ট রকম ঘাটতি আছে। এবং এই ঘাটতি অনেকদিন ধরেই চলছে। বিশেষ করে জেলার স্কুল গুলিতে। এটা নিয়ে রাজ্যের শিক্ষা দফতরের সচিব সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে বলে সংসদ সভাপতি জানান। তবে 'ক্লাসটারিং কনসেপ্টে যাওয়া হচ্ছে।
এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে তিন বিভাগের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এবার বিজ্ঞান শাখায় পরীক্ষার্থী ছিল ১,০৫,৮১০ জন। পাস করে ১,০২,৮৩৮ জন। পাসের হার গতবারের তুলনায় ১.২৮ শতাংশ বেড়ে হল ৯৭.১৯ শতাংশ। এতে ছাত্রদের পাসের হার ৯৭.৫৫ শতাংশ আর ছাত্রীদের পাসের হার সামান্য কম ৯৬.৭৯ শতাংশ। অন্যদিকে, বাণিজ্য শাখায় এবার পাসের হার গতবারের তুলনায় অনেকটা বাড়লো। এবার গতবারের তুলনায় ৩.১৪ শতাংশ বেড়ে হল ৯৬.০৮ শতাংশ। বিজ্ঞান শাখায় পাসের হারে ছাত্ররা এগিয়ে গিয়ে ছিল কিন্তু বাণিজ্য শাখায় ঘটলো বিপরীত চিত্র। পাসের হারে ছাত্রীরা সামান্য ০.৩৩ শতাংশ বেড়ে ৯৬.৩১ শতাংশ। আর এবার কলা বিভাগে মোট পরীক্ষার্থী ছিল প্রচুর ৫,৯৫,২৯২ জন। পাস করেছে ৫,২৫,০৩০ জন। পাসের হার গতবারের তুলনায় সামান্য ০.৫১ শতাংশ বেড়ে হল ৮৮.২০ শতাংশ। এতে ছাত্রদের পাসের হার ৯০.৬৩ শতাংশ আর ছাত্রীদের পাসের হার ৮৬.৫৩ শতাংশ। ভোকেশনালে এবার পাসের সামান্য কমে হয়েছে ৯৪.৯৩ শতাংশ।
কলকাতায় নিয়মিত ছাত্রদের পাসের হার ৪৬.০৪ শতাংশ। সেখানে নিয়মিত ছাত্রীদের পাসের হার ৫৩.৯৬ শতাংশ। মোট পাসের হার ৯২.১৩ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নিয়মিত ছাত্রদের পাসের হার ৪৪.২৭ শতাংশ। ছাত্রীদের হার ৫৫.৭৩ শতাংশ। মোট পাসের হার ৯২.৮৭ শতাংশ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় নিয়মিত ছাত্রদের পাসের হার ৪৬.৮৫ শতাংশ। ছাত্রীদের ৫৩.১৫ শতাংশ। মোট পাসের হার ৯২.০৫ শতাংশ। আর হাওড়া জেলায় নিয়মিত ছাত্রদের পাসের হার ৪১.১৬ শতাংশ। ছাত্রীদের ৫৮.৮৪ শতাংশ। মোট পাসের হার ৯১.০৬ শতাংশ।
এবার টপ টেন পজিশনে রাজ্যের ১৫ টি জেলা থেকে ৫৮ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বিজ্ঞান শাখার ৪০ জন আর কলা শাখার বাকি ১৮ জন। তাতে ছাত্রদের সংখ্যা ৩৫ জন আর ছাত্রীদের সংখ্যা ২৩ জন। কলকাতা জেলার ৫ জন রয়েছে। ৩ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রী রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ জেলার ৭ জন (৭ জনের মধ্যে ৬ জন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্র আর বাকি একজন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দিরের ছাত্র)। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একজন ও হাওড়া জেলার একজন ছাত্রী রয়েছে। বাকিরা অন্য জেলার।

বর্ষাতি : অসময়ের ভারী বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে, প্লাস্টিকে আবদ্ধ সারোমেও। ছবি : অভিজিৎ কর

অপেক্ষা : বজবজ স্টেশনে। ছবি : অরুণ লোধ

জলমগ্ন : সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে যায় চিনপাই একনং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে বলে অভিযোগ। যারফলে চরম বেকায়দায় পড়ে ক্ষুদে পড়ুয়া থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। যদিও এখন বিদ্যালয়ে ছুটি চলছে। ছবি : অভীক মিত্র

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা–সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গরিমায় উজ্জ্বল বুড়ুল হাইস্কুল (উঃ মাঃ)

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে থাকা উৎকর্ষের প্রকাশ; এই উৎকর্ষ প্রকাশের অন্যতম সাধনাস্থল হল শিক্ষাঙ্গন, পুঁথিগত পাঠদানের পাশাপাশি বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, বিজ্ঞান চর্চা, সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশের নিরলস প্রচেষ্টায় ব্রতী রয়েছে যে বিদ্যালয়টি সেই শতাব্দীপ্রাচীন বুড়ুল হাইস্কুলের গৌরবময় পথচলা থাকছে এবারে আমাদের শিক্ষাঙ্গন বিভাগে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী তুষার কান্তি মণ্ডলের সুযোগ্য পরিচালনায় বিদ্যালয়টির অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের ইতিহাস : প্রাপ্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে দেখা যায় ১৯২০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বুড়ুল হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তির যে খাতা পাওয়া যায়, তা থেকে দেখা যায় এই বিদ্যালয়ের প্রকৃত জন্মবছর হল ১৯১৮ সাল। বুড়ুল ও পার্শ্ববর্তী পাকুড়তলা গ্রামের কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যধির প্রচেষ্টায় পাকুড়তলা গ্রামে একটি মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়। কয়েক বছর চলার পর এ স্কুলটি বুড়ুল গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। ঠিক ওই সময় তেলাড়ী গ্রামের স্বর্গীয় বেনীমাধব ঘোষ ও স্বর্গীয় উমাচরণ চক্রবর্তী এবং বুড়ুল গ্রামের স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র রায় বুড়ুল গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করতে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেন। ঈশান চন্দ্র রায় মহাশয়ের অন্তিম ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর আড়ম্বর পূর্ণ শ্রাদ্ধাদি থেকে বিরত থেকে পুত্রগণ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য চার–পাঁচ বিঘা জমি ও অর্থদান করেন। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ রায় প্রায় এক বিঘা জমি বিদ্যালয়ের জন্য দান করেন। এ পরিবারের স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার রায় ও বিপিন বিহারী রায় অর্থ সাহায্য করেন। এইভাবে ১৯১৮ সালে উক্ত জমির উপর গড়ে ওঠে 'বুড়ুল রায় ইনস্টিটিউশন' এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে আসেন শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ১৯২০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর 'বুড়ুল রায় ইনস্টিটিউশন' 'বুড়ুল হাই স্কুল' এ রূপান্তরিত হয়।

১৯২২–২৬ সাল এই বিদ্যায়তনের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা ও মাস্টারদা সূর্যসেনের একান্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্রী অনুরূপ চন্দ্র সেন ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে আসেন। তিনি ছাত্রদের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বীজ বপন করেছিলেন এবং দেশপ্রেমের মন্ত্রে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার জন্য বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটি ১৯৭৫ সালে বিদ্যালয় চত্বরে তাঁর মর্মরমূর্তি স্থাপন করেন।

১৯৪৮ সালে প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার সরকারের সময় বিদ্যালয় প্রথম গ্রান্ট ইন এইডের আওতায় আসে, ১৯৫৭ সালে একাদশ শ্রেণি যুক্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, প্রথমে কলা বিভাগ থাকলেও ১৯৫৯ সালে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়, বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, কিন্তু ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য ১৯৬৪ সালে স্থাপিত হয় বুড়ুল গার্লস হাইস্কুল। কিন্তু নবম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু থেকে যায়। ১৯৭৭ সালে প্রভাস চন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় দ্বাদশ শ্রেণিতে উন্নীত হয়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী : উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা বিভাগ পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার– প্রচলন রয়েছে, বিজ্ঞান সাধক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পূর্তিতে (২০১০–১১ শিক্ষাবর্ষে) তাঁরই প্রদর্শিত ও পরিকল্পিত পথে বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শাখার প্রচলন হয়েছে। আইসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে আবৃত্তি চর্চা, সঙ্গীত চর্চা, তাৎক্ষনিক বক্তৃতা ও গল্পবলা, ক্লে–মডেলিং, বিজ্ঞান মডেল প্রস্তুত, সমীক্ষা প্রভৃতিতে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ লক্ষ্যনীয়, বিদ্যালয়ের নিজস্ব আধুনিক মাল্টিজিম শিক্ষার্থীদের

শরীরচর্চার সহায়ক। আকর্ষণীয় বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান এলাকায় বিশেষভাবে প্রশংসিত। ছাত্রছাত্রীরা খো–খো, ফুটবল, দাবা প্রভৃতি খেলায় অনুর্ধ্ব ১৪ অনুর্ধ্ব ১৭ জেলা দলে নির্বাচিত হয়ে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে।

শিক্ষক–শিক্ষার্থীর মিলিত প্রয়াসে গড়ে ওঠা ভেষজ উদ্যান, ফুলের বাগান বিদ্যালয়ের তথা পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, ২০২৩ সালে সমগ্র শিক্ষা মিশন কর্তৃক নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার লাভ বিদ্যালয়ের মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন।

সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে বুড়ুল হাইস্কুল : শিক্ষার্থীদের নিয়ে গড়ে ওঠা সাবলম্বী গ্রুপ ভেষজ আবির প্রস্তুত, পরিবেশ বান্ধব ফিনাইল, ধূপকাঠি তৈরির মধ্যদিয়ে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২২ শ্রাবণ, বিদ্যাসাগর সহ বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিন পালন, স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস সাড়ম্বরে উদযাপনের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের নান্দনিক প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

বিদ্যালয়ের সামাজিক কর্মসূচি: ছাত্রছাত্রীরাই সমাজ তথা দেশের ভবিষ্যৎ। বিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' বার্তায় হিরোসিমা দিবস পালন, বৃক্ষরোপন, ডেঙ্গু, থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা প্রসার, 'জল জীবন মিশন' কর্মসূচিতে পানীয় জলের ব্যবহার ও সংরক্ষণ, অপচয়রোধ ইত্যাদি নানা সচেতনমূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য: বজবজ নেচার স্টাডি সেন্টার আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় মডেল প্রদর্শনীতে সমস্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০২৩ সালে চ্যাম্পিয়ন ও ২০২৪ সালে রানার্স ট্রফি লাভ করে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে মডেল ডেমস্ট্রেশনেও পুরস্কার লাভ করে। ঋষি অরবিন্দ বালিকা বিদ্যালয়ের অল ইন্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ সাফল্য লাভ করে। শহিদ অনুরূপ মেলায় অংশ গ্রহণকারী সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে পরপর দু'বছর চ্যাম্পিয়ন, মক পার্লামেন্ট চ্যাম্পিয়ন, এবিটিএ'র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় একাধিকবার রাজ্যে প্রথমস্থান অধিকার করা, আলিপুর জ্যু ফেস্টিভ্যালে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শন, সমগ্র শিক্ষা মিশন আয়োজিত কলা উৎসবে জেলাস্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়, জি–২০ কুইজে একাধিক স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বুড়ুল হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য চোখে পড়ার মত।

বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা: ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কথায় বর্তমান আর্থ–সামাজিক পরিবেশ, মোবাইলের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি সর্বোপরি, শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীর শূন্যপদ ইত্যাদি নানাবিধ প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী, শতাব্দী প্রাচীন বুড়ুল হাইস্কুল আগামীদিনে মডেল স্কুলে পরিণত হবে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কক্ষকে স্মার্ট ক্লাসে পরিণত করা হবে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে চালু করা হবে। পাশাপাশি পূর্বের মত পঞ্চম শ্রেণি থেকেই বিদ্যালয়ে কো–এডুকেশন চালু করা এবং বর্তমান সময় ও অভিভাবকদের চাহিদার কথা ভেবে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরাজী মাধ্যম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিশেষে, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তুষারকান্তি মন্ডল 'আলিপুর বার্তা'কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, তার সাধ অনেক, কিন্তু সাধ্য কম, তৎসত্ত্বেও সুদৃঢ় নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ''All power is within you. You can do any–thing and everything'' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীবৃন্দের সাহায্যে, এলাকাবাসীর আর্শীবাদকে পাথেয় করে লক্ষ্য স্থির রেখে, সংকল্প দৃঢ় করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে 'ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে' তিনি একদিন ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন, এই আশা রাখেন।

মাঙ্গলিকী

বজবজ–মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে 'প্রভাতে রবি প্রণাম'

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মত যথাযথ মর্যাদা সহকারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী 'প্রভাতে রবি প্রণাম' অনুষ্ঠিত হল বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টারের (সদস্য সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও পশ্চিমবঙ্গ পর্বত আরোহন সংগঠন) উদ্যোগে বজবজ কলেজের সম্মুখে মুক্তমঞ্চে, তিন ঘন্টা ব্যাপী এই প্রভাতী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে দিয়ে নানা বিচিত্রানুষ্ঠানের ডালি নিয়ে বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার বিজন দাস, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ ভৌমিক সহ অমরনাথ ভট্টাচার্য, অজিত জৈন, বজবজ পৌরসভার কাউন্সিলর কৌশিক রায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক কৃষ্ণেন্দু দেব, শুভাশিস ঘোষ, সৌমেন বোধক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আবৃত্তি ও কবিতা পাঠ করেন মৌসুমী খাঁড়া, সুপ্তি মন্ডল, রঞ্জনা মুখার্জী, চিরঞ্জিত বাগ সহ শিশু শিল্পীরা, মধুমিতা মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান ও সৃঞ্জনী নৃত্যালয়ের নৃত্যানুষ্ঠান এক অন্যমাত্রা যোগ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক দেবাশীষ সৎপতি, সংগঠন সম্পাদক জন্মদেব দাস বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে রবীন্দ্র সাহিত্য সঙ্গীতের সঙ্গে আত্মস্থ করার মধ্যে দিয়েই বাংলার গৌরবময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা এগিয়ে চলবে।

বালুরঘাটে রবীন্দ্রস্মরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে কবিপক্ষকে স্বাগত জানিয়ে কাব্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান বালুরঘাটে ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র স্মৃতিচারণ কেন্দ্র রবিনন্দনের সম্পাদক শান্তনু দে ও সভাপতি সুবীর চৌধুরী এবং সংগঠনের সকল সদস্যদের পরিচালনায় চকভবানী রথতলা পাড়ায় মন্মথ নাট্য চর্চা কেন্দ্রে সংস্কৃতিভাবাপন্ন মানুষজনের উপস্থিতিতে ৮ মে বুধবার সকালে শহরের স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে এক প্রভাতী রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বালুরঘাট থানা মোড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মুর্তিতে মালা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই দিনের এই প্রভাতী রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এই দিনের এই প্রভাতী রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠানে শহরের স্থানীয় বিভিন্ন আঙ্গিকের শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত, নৃত্য, কবিতাপাঠ ও আবৃত্তি পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলে। অনুষ্ঠানটি রবিনন্দনের সভাপতি সুবীর চৌধুরী সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন।

'রবিনন্দনের সম্পাদক শান্তনু দে ও সভাপতি সুবীর চৌধুরী জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ হল সাহিত্য গগনের সূর্য...এমনকী মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল স্তরেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা বিস্তার করে আছে, তিনি প্রকৃতিকেই গুরু বলে মানতেন...তিনি ছিলেন প্রকৃতির উপাসক। প্রতিটি বঙ্গবাসীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাতে আমরা রবিনন্দ।

নন্দন প্রেক্ষাগৃহে অনলাইন হবে ছবির প্রিমিয়ার

শ্রেয়সী ঘোষ : অভিনেত্রী শিল্পী চক্রবর্তী শুরুতে ছোট পর্দার অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। পরে তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনার কাজও শুরু করেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি শর্ট ফিল্ম পরিচালনা করে সুনামও কুড়িয়েছেন। ছোট পর্দার পাশাপাশি এবারে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করলেন শিল্পী। নিজের লেখা গল্পের চিত্রনাট্য লিখে পরিচালনা করলেন অনলাইন হবে ছবিটি। শিল্পী ক্রিয়েশন্স নিবেদিত নৃপেন বিশ্বাস প্রযোজিত এ ছবির নায়িকাও তিনি। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে রাজেশ শর্মা, তমাল রায় চৌধুরী, হানিফ বাফনা, রুপালি ভট্টাচার্য, সোমা চক্রবর্তী, রঞ্জন ভট্টাচার্য, রাজিকা মজুমদার, সুজয় চক্রবর্তী, যশ চ্যাটার্জি প্রমুখ। গত রবিবার নন্দন (৩) প্রেক্ষাগৃহে এই ছবির জমজমাট প্রিমিয়ার হল। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ছিলেন পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন অনলাইন হবে ছবিটি দেখে।

ক্যানিং ষ্টেশনে কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বুধবার ২৫ বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মদিবস পালিত হল শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সুন্দরবনের প্রান্তিক ষ্টেশন ক্যানিংয়ে।রেলপুলিশের উদ্যোগেই পালিত হয় কবিগুরুর জন্মদিন। উল্লেখ্য বিশ্বের বৃহত্তম বিখ্যাত ব–দ্বীপ ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন।সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রান্তিক ষ্টেশন ক্যানিং। ১৮৬২ সালের ২ জানুয়ারী প্রথম ক্যানিং থেকে ট্রেন ছেড়েছিল। ১৯৩২ সালে ২৯ ডিসেম্বর একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যামিলটন সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশন হয়ে গোসাবায় গিয়েছিলেন। সেই দিনটিও আজ বিরল ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে।

শিলিগুড়ি পুরো নিগমের পক্ষ থেকে কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্ম বর্ষে কবি প্রণামের এক বিপুল আয়োজন ছিল শিলিগুড়ি পুরো নিগমের পক্ষ থেকে এদিন সকালবেলার শিলিগুড়ি পুর নিগামের বাঘাযতীন পার্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মবর্ষে তার আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব শিলিগুড়ি পুরো নিগমের চেয়ারপারসন প্রতুল চক্রবর্তী ও অন্যান্য পুরো নিগমের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানের রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে এক সুন্দর ও মনোজ্ঞ সমবেত গানের অনুষ্ঠান হয়।

'প্রাক্তনী'র রবীন্দ্র জন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী'র এ মাসের অধিবেশনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদযাপিত হল আশুতোষ বিল্ডিংয়ের দোতলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ২০৯ নম্বর ঘরে গত মঙ্গলবার দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। প্রাক্তনীর সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. পিনাকেশ সরকার অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। বিভিন্ন সদস্য সদস্যারা গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করলেন। তাঁদের নিবেদন ছিল আন্তরিক। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রাক্তনীর বর্তমান সম্পাদক বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ।

সড়গড়–র ২৫ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিরোনামের কথা গুলো 'সড়গড়' নামের ম্যাগাজিনটি হাতে পাওয়া মাত্র লিখতে ইচ্ছে হল। কারণ বর্তমানে পরিণত বয়সের এই ম্যাগাজিনটি সারা বঙ্গব্যাপী যেমন তার স্কুল পড়ুয়া পাঠকের কেউ শুধু বই পড়ার অভ্যাসে সড়গড় করেনি।

পাশাপাশি বড়দের কাছেও তার চাহিদা বাড়িয়েছে কয়েকগুণ। তা–ই বুঝি ছোটোদের জন্য প্রকাশিত এই ম্যাগাজিনটির ২৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে প্রেক্ষাগৃহে ভরে উঠল বড়ো মানুষের ভিড়ে। গত ৬ মে অপরাহ্ণে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অভ কালচারের বিবেকানন্দ হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ম্যাগাজিনটির বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার, সাহিত্যিক বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পত্রিকার সম্পাদক অসিতাভ ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদক ইন্দ্রাণী সাহা, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়সহ অন্যান্য গুণীজনদের উপস্থিতিতে। ছোটো থেকে বড়ো, সবার জন্য সাজানো এই সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুসঞ্চালনা প্রশংসার দাবি রাখে। যদিও এই প্রশংসা পঞ্চমুখে ছড়িয়ে পড়ে শুধু ম্যাগাজিনের লেখনীর সজ্জার জন্য নয়। সেদিনের অনুষ্ঠান সবার কাছেই বেশ আনন্দের হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক মঞ্চে রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের সুন্দর সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্যোগে কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজ বজ: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজ বজ বিধানসভার কাশিপুর আলমপুর অঞ্চলের দোলুইপাড়ায়

১৩৬ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবি প্রণামের আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রাম্য পরিবেশে সহজ সরল গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের কচিকাঁচারা এবং পাড়ার কিশোরী মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে অয়ন্তিকা, শাহীন, সৃষ্টি, রাজীব আলিশা এবং প্রীতি, সঞ্চিতা, শ্রাবণী, প্রিয়াঙ্কা প্রমূখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপারভাইজার সঙ্গীতা বিশ্বাস। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওয়ার্কার মহুয়া মালিক সুচারুরূপে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন।

আলিপুরে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান

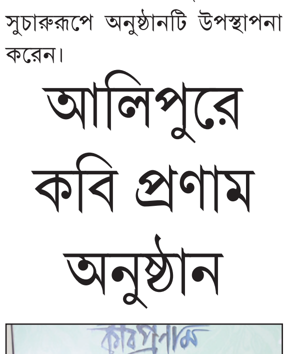

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে সকালে মাল্যদান করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। বিকালে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সংগীত পরিবেশন করেন গীতাঞ্জলি সরকার। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক এছাড়াও অন্যান্য শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। স্বাগত বক্তব্য এবং কবি গুরু প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদান করেন জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার।

সঞ্চিতার কবি প্রণাম অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজ বজ: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বাওয়ালির সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্র আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল গত ২৫ বৈশাখ সঞ্চিতা কলা ভবনে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বজ বজের বিধায়ক অশোক দেব, এছাড়াও ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষজন। অনুষ্ঠানে ভাব তরঙ্গিনী নৃত্য প্রতিষ্ঠান মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে। সেবন্তী হাজরা ছিলেন পরিচালনার দায়িত্বে। এছাড়া ছিল শিল্পী কল্যাণ দাস, তন্দ্রা আচার্য সহ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান। শ্রুতি নাটকে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ডোনা জানা এবং কুনাল মালিক। এছাড়াও সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের নৃত্যশিল্পীরা নৃত্য এবং আবৃত্তি পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তাপস রায়। সঞ্চিতার কর্ণধার স্বপন কুমার রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত যখন এলাকায় রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান প্রায় উঠে গেছে তখন স্বপনবাবু দীর্ঘদিন ধরে এই রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে আসছেন। এর জন্য অবশ্যই তার ধন্যবাদ প্রাপ্য।

চলন্ত ট্রেনে রবীন্দ্র সঙ্গীত

মলয় সুর : ফুলে–মালায়, গানে–কবিতায় রাজ্যজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মদিন। বুধবার বিভিন্ন জায়গায় প্রভাতফেরি দিয়ে শুরু হয় রবিবন্দনা। এদিন আপ বর্ধমান লোকালে সিমলাগড়ের বাসিন্দা জন্মান্ধ ঊষা মাইতি কাঁধে বক্স বাজিয়ে ট্রেনের যাত্রীদের রবীন্দ্র সঙ্গীতের গান শোনাল। এই অসাধারণ প্রয়াস ট্রেনের যাত্রীদের মুগ্ধ করে। এই রবীন্দ্র অনুরাগী এইভাবে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

কবি প্রণামেই ঘরে ঘরে সংস্কৃতি চর্চায় হাতেখড়ি

দেবাশিস রায়: 'পঁচিশে বৈশাখ' বুধবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মদিন পালিত হল সর্বত্রই। বঙ্গ জীবনের প্রতি পলে রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছেন যে তাঁকে কোনওভাবে অস্বীকার করা যাবে না। সেহেতু অত্যাধুনিক জীবনযাপনের মধ্যেও বঙ্গ সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরবেই রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় সৃষ্টিকে। সেই অনিন্দ্য সুন্দর সৃষ্টির সৌরভ মেখে নিয়ে এক অনাবিল সুখের সমুদ্রে পাড়ি দিতে চায় অনেকেই।'পঁচিশে বৈশাখ' এমনই একটি দিন যাকে কভু ভুলতে পারাটা শুধু কষ্টকরই নয় মূঢ়তাও বটে। বঙ্গদেশের অনেকেরই এই পুণ্য দিনে সংস্কৃতি চর্চায় হাতেখড়ি হয়েছিল বললে অতিশয়োক্তি হবে না। সেই ট্র্যাডিশন আজও বহমান। পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে উৎসবের আবহে নানান অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যদিয়ে কবিগুরুর জন্মদিন উদযাপন সংস্কৃতি চর্চার ধারাকেই মহিমান্বিত করে। আবৃত্তি, গান, নৃত্য, নাটক, গীতি আলেখ্য, গল্প পাঠের নৈবেদ্য সাজিয়ে এই দিনটার জন্যই প্রতিবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক বাহকেরা। কচিকাঁচার দল এদিনই প্রথমবার সর্বসমক্ষে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি চর্চার পাঠ নেওয়া শুরু করে। এদিন সন্ধ্যায় এমনই একটি সুখকর মুহূর্তের ছবি ফুটে উঠেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহরের পাতাইহাটে।এখানকার সংস্কৃতি মনস্ক গৃহবধূ শতশ্রী আইচ সরকার তাঁর পড়শি ও পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে পারিবারিকভাবে যথাযথ মর্যাদায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে 'কবি প্রণাম' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।যেই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কচিকাঁচাদের অনেকেরই সংস্কৃতি জগতে প্রথমবার নিজেকে মেলে ধরার প্রয়াসী ছিল। এদিন তাদের অনেকেই আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত মধ্য দিয়ে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করল।দুরু দুরু বুকে তাদের সেই সাহসী পদক্ষেপকে কুর্ণিশ জানিয়ে সমানে উৎসাহ জুগিয়ে গেলেন বড়োরা। এদিন অনলাইনের মাধ্যমেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক শিশুর কবিতা পাঠ এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। সংস্কৃতি চর্চায় এধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেছে এলাকাবাসী।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ত্রয়োদশ পুনর্মিলন

ড. কেশবচন্দ্র মণ্ডল

কল্যাণী : বিগত শতকে আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গে হাতে গোনা যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাদের মধ্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ত্রয়োদশ পুনর্মিলন উৎসব মহা ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল গত ২৮ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর সভাঘরে। উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রতীপ চট্টোপাধ্যায় ও বরিষ্ঠ অধ্যাপক প্রবীরকুমার দে–সহ অসংখ্য প্রাক্তনী ও বর্তমানে পাঠরত ছাত্র–ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক প্রবীর দে'কে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন। প্রতীপবাবু তাঁর স্বাগত ভাষণে অর্গানাইজিং কমিটির সকল সদস্য ও অনুষ্ঠানে আগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যে যাত্রা ১৯৭৮–৭৯ সালে মাত্র পাঁচজন শিক্ষক ও পঁচিশজন ছাত্র–ছাত্রীকে নিয়ে শুরু হয়ে আজ যেভাবে তার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে তার বর্ণনা করেন। বিগত করোনাকালে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার অসুবিধার কথা স্বীকার করে পুনর্মিলন উৎসব করতে না পারার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ একটি অ্যালুমণি (প্রাক্তনীদের) অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছে। তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর খুব শিগগিরই পাওয়া যাবে বলে তিনি উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। এর ফলে নতুন ও প্রাক্তনীদের মধ্যে নিবিড় ভাব–বিনিময় ও জ্ঞানের আদান–প্রদান হবে এবং গবেষণা ও সেমিনারের ব্যাপক সম্ভাবনার সুযোগ ঘটবে। এরপর অধ্যাপক প্রবীর কুমার দে বলেন, পুনর্মিলন কেবল বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে নবীনদের সঙ্গে প্রাক্তনীদের মিলন না হয়ে এটি হোক নিরন্তর মিলন। তিনি অবশ্য 'প্রাক্তনী' শব্দটিতেই আপত্তি জানান। তাঁর মতে ছাত্ররা সর্বদাই ছাত্র, তাঁরা কখনো প্রাক্তনী হন না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বার সকল ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। সকলে স্যারকে করতালির মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক ও অন্যত্র কর্মরত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এতটাই সমৃদ্ধ যে একসময়ে এখানে রাজ্যের তথা দেশের মধ্যে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অধ্যাপনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক তরুণ চন্দ্র বোস, যিনি বহু বছর আমেরিকার নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে এখানেও বহু বছর অধ্যাপনা করে এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন। অধ্যাপক প্রশান্ত সেনগুপ্ত অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক দীপঙ্কর সিনহা, অধ্যাপক পার্থপ্রতীম বোস এঁরা হলেন আজকের দিনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক একজন দিকপাল ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় এমনই একজন পণ্ডিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যিনি একসঙ্গে বিদেশ থেকে ছয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করে দেশবাসীর নজর কেড়েছেন। অধ্যাপক শিবাজী প্রতীম বসু, অধ্যাপক অনীক চ্যাটার্জী, অধ্যাপক উদ্ভ্রোলক রায় এরা একসময়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। একদা নদিয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার ছাত্র–ছাত্রীদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়িয়ে এইসব কৃতি অধ্যাপকরা আজ রাজকুমার কোঠারীর মতো উপাচার্য উপহার দিয়েছেন, কেশবচন্দ্র মণ্ডলের মতো ১৭টা গবেষণা গ্রন্থের লেখক ও প্রধান শিক্ষক গবেষক উপহার দিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আরো উপহার দিয়েছে তপতী অধিকারীর মতো বড় আমলা, রত্নাশ্রী ভৌমিকদের মতো সরকারি আধিকারিক, সুস্মিত দাসদের মতো আইনজীবী, বীথি ব্রহ্মদের মতো শিক্ষিকা ও লেখিকা, অরিন্দম সিনহা, পারমিতা গাঙ্গুলিদের মতো অধ্যাপিকা–অধ্যাপক, ওসমান আলি মণ্ডল, শংকর শিকদার, সুস্নাতা ধরদের মতো অসংখ্য শিক্ষক, পিনাকী সুকুল ও নারায়ণ দে'র মতো রাজনৈতিক নেতা ও আবৃত্তিকার ও বহু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত অসংখ্য ভালোবাসা ছেলে মেয়ে।

যাইহোক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় পাঠের উপযোগিতা ও গুরুত্ব বিষয়ে একপ্রাক্তনী বলেন এই বিষয়টি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আইএএস, আইপিএস বা আইএফএস এবং রাজ্যের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে বিশেষভাবে সহায়ক। এছাড়াও নীতি বিশ্লেষক, আইনজীবি, ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট হতে সুবিধা পাওয়া যায়। আর সাংবাদিকতাও একটি ভালো পেশা হতে পারে। সর্বোপরি, রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগে যতবেশি সংখ্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র–ছাত্রীরা এতে যোগ দান করবে আগামীদিনে রাজনীতির ধারা ততটাই বেশি ভালো, উন্নত ও কলুষমুক্ত হবে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা সুন্দর মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিল। দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ও প্রাক্তনীদের নাচ, গান, আবৃত্তি ও বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তীব্র গরমে ক্লান্ত শরীরে এক বুক আশা, ভালোবাসা ও স্নেহের পরশ নিয়ে সন্ধ্যায় একে একে সকলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সকলে একসঙ্গে বলেন 'আসছে বছর আবার হবে।'

আঁতস কাঁচে

মৃত্যু সাঁতারুর

সাঁতার শিখতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। প্রাণ গেল কিশোরীর। সল্টলেকের একটি সুইমিং পুলে সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এলিনা দত্ত ভট্টাচার্যর (১৫)। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো যথারীতি সাঁতারুদের ফুসফুসের কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য জলে ডুব মারে সে। বেশ কয়েক মিনিট পরও না ওঠায় তার বিষয়টি নজর আসে। এরপর প্রশিক্ষকরা জলে নেমে ওই কিশোরীকে তোলে জল থেকে। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে মৃত বলে ঘোষণা করে ডাক্তাররা।

বাগানের ৮

দেশের সেরা কোন দল? এই নিয়ে ফুটবল ভক্তদের মধ্যে বিতর্ক উঠতেই পারে। লিগ শিল্ড জয়ী মোহনবাগান এসজি, আবার আইএসএল কাপজয়ী মুম্বই সিটি এফসি। তবে দেশের হয়ে লড়াইয়ের জন্য ইগর স্টিমাচ বেছে নিলেন দু'দলেরই ১৫ জন ফুটবলারকে। যেখানে মোহনবাগানের ৮ ফুটবলারের নাম রয়েছে, মুম্বই সিটি এফসির ৭ ফুটবলারও রয়েছেন। ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচের জন্য জাতীয় শিবিরে এই ১৫ জনকে ডাকা হয়েছে। এর আগেও ২৬ জনকে বেছে নিয়েছিলেন ভারতের কোচ। সব নিয়ে ৪১ জনকে ডাকলেন জাতীয় শিবিরে। ভুবনেশ্বরে ১০ মে থেকে শুরু হবে চার সপ্তাহের প্রস্তুতি শিবির।

বিশ্বনাথ দর্শন

বারাণসী যাবেন, কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করবেন না তা কি হয়? সুযোগ পেতেই পুজো দিয়ে এলেন নাইট তারকারা। সেইসঙ্গে গঙ্গাস্নান থেকে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ। লখনউ টু কলকাতা। কলকাতায় ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টিতে জার্নিটা সুখকর হয়নি কেকেআরের। তবে অন্যরকম অভিজ্ঞতা ঠিকই হয়েছে নাইট তারকাদের। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কলকাতায় কেকেআরের চার্টার্ড বিমান নামতে পারেনি। নামতে হয় গুয়াহাটিতে। এরপর রাতে ফের নাইটদের চার্টার্ড বিমান কলকাতায় ফিরে আসার অনুমতি পেয়েছিল। কিন্তু আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়ায় সেই বিমান ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বারাণসীতে। সেখানেই হোটেলে রাত কাটিয়ে কলকাতায় দুপুরে ফেরে কেকেআরের বিমান।

বাংলায় কথা

ড্রেসিংরুমে বাংলায় কথা বলতেন মুস্তাফিজুর রহমান। ধোনি বুঝতেন। এরপর হিন্দিতেই তার জবাবও দিতেন। কম কথা বলতেন ক্যাপ্টেন কুল। কিন্তু মূল্যবান টিপস ঠিকই দিতেন। গাইডও করতেন। এমনই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুরের। সিএসকের হয়ে পেসার মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল অভিযান শেষ। ফিরে গেলেন বাংলাদেশে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন এ'রকমই একরাশ স্মৃতি। যার অনেকটাই মাহিকে ঘিরে। ২০১৬ সাল থেকে আইপিএল খেলছেন টাইগার পেসার। এবারই প্রথম মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছেন।

বাগানের কোচ

আগামী মরসুমে মোহনবাগানের কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস থাকবেন কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠেছে। হাবাস আপাতত দেশে ছুটি কাটাতে। শোনা যাচ্ছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন তাকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। যদি হাবাস একান্তই না থাকেন তাহলে ওড়িশা এফসির সার্জিও লোবেরাকে কোচ করার ভাবনা মোহনবাগানে। যদি ওড়িশা লোবেরাকে ছেড়ে দেন লোবেরাকে নিয়ে ভাবনা বাগানের।

এএফসির কঠিন পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে সবুজ মেরুন তারকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএলের ফাইনালে মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে হেরে গেলেও মোহনবাগান শিবির হতাশায় ডুবে যায়নি। কয়েক সপ্তাহ আগে লিগ শিল্ড জয়ের আনন্দ এখনও তাদের মনে আছে। তাদের দুঃখের কারণ একটাই, আইএসএল ফাইনালে জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারল না তারা। আইএসএল ফাইনালে প্রথমে ৪৪ মিনিটের মাথায় জেসন কামিংসের গোলে এগিয়ে যায় সবুজ-মেরুন বাহিনী। দ্বিতীয়ার্ধে, ৫৩ মিনিটের মাথায় জর্জ পেরেইরা দিয়াজ সমতা আনেন এবং ৮১ মিনিটের মাথায় বিপিন সিং ব্যবধান বাড়ান। বাড়তি সময়ের ৭ মিনিটের মাথায় জাকুব ভইতুস তাদের জয় সুনিশ্চিত করে। তিন সপ্তাহ আগেই লিগের শেষ ম্যাচে নিজেদের মাঠে মুম্বইকে হারিয়ে শিল্ড জিতে নিয়েছিল মোহনবাগান এসজি, সেই মুম্বই নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়ে কাপ জিতে মাঠ ছাড়ে। প্রথমার্ধে মোহনবাগান কিছুক্ষণের জন্য দাপুটে পারফরম্যান্স দেখালেও দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় মুম্বই। ভরা গ্যালারির হাজার ষাটেক দর্শকের তুমুল চিৎকার কার্যত উপেক্ষা করে সারা ম্যাচে বেশিরভাগ সময় তারাই দাপুটে ফুটবল খেলে বাজিমাত করে। ম্যাচের পর মোহনবাগান কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন, 'আমরা একটা গোল করে এগিয়ে গেলেও প্রতিপক্ষের চেয়ে ভাল খেলতে পারিনি। মুম্বই আমাদের চেয়ে ভাল খেলেছে। ওদের আমরা চাপে ফেলতেই পারিনি। মুম্বই বরং অনেক সোজা ও স্বাভাবিক ফুটবল খেলেছে। আমরা ওদের চাপে ফেলার সুযোগই পাইনি। এটা অবশ্যই ওদের কৃতিত্ব'। ফাইনালের প্রথম গোলদাতা জেসন কামিংস বলেন, 'ফাইনালে যারা ভাল খেলেছে, তারাই জিতেছে। আমার মনে হয় জেতার তাগিদটা ওদেরই বেশি ছিল। তাই ওরাই ভাল খেলেছে। ফুটবলে এ রকমই হয়। কখনও জয় আসে, কখনও হার। জীবনও এ রকমই'। আরও বলেন, 'আমাদের ইতিবাচক দিকগুলোই মনে রাখতে হবে। এই মরশুম আমাদের ভালই কেটেছে। শিল্ড জয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটা ঠিকই যে আমরা হতাশ, বিধ্বস্ত। এই ফাইনাল ম্যাচটা আমরা সমর্থকদের জন্য জিততে চেয়েছিলাম। ওরা সারা মরসুম আমাদের পাশে ছিল। আমাদের জন্য গলা ফাটিয়েছে। ফাইনালেও প্রচুর সমর্থক আমাদের সমর্থন করেছেন। কিন্তু কী আর করা যাবে, দিনটা আমাদের ছিল না'। আইএসএল শেষ হতে না হতেই অবশ্য আগামী মরসুমের ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে ক্লাবে। কারণ, আগামী মরসুমে অনেক বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চলেছে তারা। লিগ শিল্ড জয়ের ফলে তারা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর গ্রুপ পর্বে সরাসরি খেলবে। এই টুর্নামেন্টে তাদের অভিযান শুরু হওয়ার কথা আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে। কামিংস আগামী মরসুম নিয়ে বেশ আগ্রহী। এ মরসুমে এক ডজন গোল পাওয়া ২৮ বছর বয়সী অস্ট্রেলীয় ফরোয়ার্ড বলেন, 'সামনে মরসুমের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখে নেবেন, আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে ফিরব। পরের মরসুম আরও উত্তেজনায় ভরে উঠবে। সেই দিনগুলোর অপেক্ষাতেই আছি। এএফসি (চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২)-এ আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের সেই ক্ষমতা অবশ্যই আছে। তাই আমাদের অবশ্যই অনেক কিছু শিখতে হবে। তার আগে অবশ্য ছুটিটা উপভোগ করে নিই। দীর্ঘ মরশুম পেরিয়ে এসেছি। এখন দেশে ফিরে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে'। কামিংসের সতীর্থ দিমিত্রিয়স পেট্রাটস ফাইনালে হার নিয়ে বলেন, 'আমার মনে হয়, দিনটা আমাদের ছিল না। আমরা ভাল খেলেছি ঠিকই। কিন্তু সব ম্যাচ তো আর জেতা যায় না। দলের ছেলেদের জন্য গর্বিত। সারা মরসুমে প্রত্যেকে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে। শুধু ফাইনালের দিনই তা হয়নি। দুর্ভাগ্য আমাদের'। তাঁরও ভাবনায় ঢুকে পড়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর কঠিন চ্যালেঞ্জের ভাবনা।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, যে অঞ্চলে কাতারের আল ঘারাতা, উজবেকিস্তানের নসফ এফসি, তাজিকিস্তানের ইস্তিকলল এফসি ইতিমধ্যেই রয়েছে। এ ছাড়া সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, জর্ডন ও বাহরিনের সেরা ক্লাবেরও খেলার কথা।

ভারত-পাক ম্যাচের টিকিটের দাম বেড়ে দ্বিগুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই চরম উত্তেজনা। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই দেখতে যেমন গ্যালারির উপর পড়ে অতিরিক্ত চাপ তেমনি হাট-বাজার, পাড়া-মহল্লায় টেলিভিশনের সামনে দেখা যায় ক্রিকেটপ্রেমীদের উপচে পড়া ভীড়। এমনকি অনলাইনে দর্শকদের অতিরিক্ত ঠাসাঠাসিতে ইন্টারনেটের গতিতে পড়ে দারুণ প্রভাব। আগামী ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের যৌথ আয়োজনে শুরু হতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারের আসরে গ্রুপ পর্বেই মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ৯ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে জমজমাট এই ম্যাচ। এরইমধ্যে বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। বরাবরের মতো অন্যান্য ম্যাচের চেয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের দিকেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন ক্রিকেটভক্তরা। দর্শকদের হুড়োহুড়িতে হু হু করে বাড়ছে এই ম্যাচের টিকিটের দামও। জানা গেছে, চাহিদা বেশি থাকায় এরইমধ্যে টিকিটের দাম দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। যেখানে বিক্রির শুরুর দিকে টিকিকের দাম ছিল ১ হাজার ৩০০ ডলার, সেই টিকিটের দাম বাড়িয়ে এখন বিক্রি করা হচ্ছে ২ হাজার ৫০০ ডলারে। অর্থাৎ দামের হিসেবে যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এই ম্যাচের টিকিটের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণও স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট-কানাডায় প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় ও পাকিস্তান অভিবাসী বসবাস করেন। নিজের দেশের ক্রিকেটারদের খেলা সহজে গ্যালারিতে বসে দেখতে পারেন না তারা। যে কারণেই এবারের সুযোগ হাতছাড়া করছে না দুই দেশের ক্রিকেটঅনুরাগীরা। তবে বিশ্বকাপের পরিসংখ্যানে ভারত ও পাকিস্তানের সাফল্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ৭ বারের মুখোমুখি দেখায় ৬ বারই জিতেছে ভারত। একটিতে কেবল জয় পেয়েছে পাকিস্তান। আর সেই একমাত্র জয়টি ছিল গত আসরে ২০২২ সালে। পাকিস্তান এই আসরের ফাইনালে উঠলেও শিরোপা জিততে পারেনি। বাবর আজমের দলকে ৫ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতে নিয়েছে ইংল্যান্ড।

ভারতের বিশ্বকাপ জার্সিতে আবার গেরুয়ার ছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাকি আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ। এরমধ্যেই ঠিক হয়ে গেল ভারতের বিশ্বকাপ জার্সি। ভারতের জার্সিতে এবার গেরুয়া রংয়ের আধিপত্য রয়েছে। দু'টি হাতা গেরুয়া রংয়ের। জার্সির পাশেও গেরুয়ার 'বর্ডার' রয়েছে। হাতায় সাদা রংয়ের তিনটি 'স্ট্রাইপ' রয়েছে। কলারটি 'ভি' আকৃতির। সেখান গেরুয়া এবং নীল রং মেশানো রয়েছে। জার্সির সামনে 'ইন্ডিয়া' লেখাটিও গেরুয়া রংয়ে। হাতার একদম শেষের দিকে নীল রংয়ের ছাপ রয়েছে। অনেকেই এই জার্সির সঙ্গে ২০১৯ বিশ্বকাপের জার্সির মিল খুঁজে পেয়েছেন। সেবারও একই রকম জার্সি ছিল। তবে নকশা একটু আলাদা ছিল। সে'বার জার্সির পিঠে গেরুয়া রং ছিল। কিন্তু এবার পিছনের দিকটা নীল রংয়ের। চলতি বছরের জুন মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসতে চলেছে টি ২০ বিশ্বকাপের আসর। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এরআগেও আইসিসি ইভেন্ট হলেও, এই প্রথমবার মার্কিন মুলুকে কোনও আইসিসি ট্রফি হতে চলেছে। চলতি বছরের ১-২৯ জুন হবে এই টুর্নামেন্ট।

বিশ্বকাপ সূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ৩ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে শুরু হচ্ছে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এটি মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম সংস্করণ। মোট ১০টি দেশ অংশ নিচ্ছে এবারের বিশ্বকাপে। ঢাকার শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ১৮ দিনে মোট ২৩টি ম্যাচ খেলানো হবে।

সূর্যের প্রতাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের আইপিএলেও সূর্য পেয়েছেন সেঞ্চুরি। ৫১ বলে ১২ চার ও ৬ ছয়ে করেছেন অপরাজিত ১০২ রান। এই সেঞ্চুরিতে অনেক মাইলফলক ছুঁয়েছেন এই ডানহাতি ভারতীয় ব্যাটার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরিতে রোহিত শর্মার পাশে বসলেন সূর্যকুমার। দুজনের সেঞ্চুরির সংখ্যা দুটি করে। একটি করে সেঞ্চুরি করেছেন সচিন তেন্ডুলকর, সনৎ জয়সূর্য, লেন্ডল সিমনস, ক্যামেরুন গ্রিন।

এশীয় যুব ফুটবলে ভারত : সুবর্ণ জয়ের সুবর্ণ-জয়ন্তী

অভীক চট্টোপাধ্যায়

১৯৭৪ সালের এশীয় যুব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের (অনূর্ধ্ব ২০) আসর বসেছিল ব্যাঙ্ককে। যাতে অংশ নেবার জন্যে ভারতীয় যুব ফুটবল দলের ট্রায়াল ক্যাম্প বসে পাতিয়ালায়। গোটা দেশ থেকে ডাকা হয় ৪৩ জন ফুটবলারকে। যার মধ্যে বাংলার ফুটবলারই ছিলেন সর্বাধিক। এই দল পাঠানো নিয়ে শুরুতে ফুটবল ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কারণ, এর আগে অবধি গ্রুপ-স্তরই টপকাতে পারেনি ভারতীয় যুব ফুটবল দল। ফলত সাফল্য নিয়ে কারুরই আস্থা ছিল না। তাই, নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান বা আহ্বায়ক, কেউই উপস্থিত ছিলেন না ক্যাম্পে। নির্বাচকদের মধ্যে শুধুমাত্র ছিলেন বদ্রু ব্যানার্জি ও এস.এস.হাকিম। ট্রায়াল চলছিল পি.কে.ব্যানার্জি, জে.এম্. এইচ বাসা, অরুণ ঘোষ, এস.এ.সালাম, নিখিল নন্দী ও জে.কিটু, এই ছয় প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। প্রসঙ্গত, জুনিয়রদের সঙ্গে ঐ ক্যাম্পে সিনিয়র ভারতীয় ফুটবল দলেরও ট্রায়াল চলছিল। যাই হোক, অবশেষে নির্বাচিত করা হল ১৮ জনকে। ব্যাঙ্ককগামী অনূর্ধ্ব কুড়ির সেই ভারতীয় যুব ফুটবল দলটা দাঁড়াল এইরকম

গোলকিপার প্রশান্ত মিত্র ও চন্দন চক্রবর্তী(বাংলা)

ডিফেন্স চিন্ময় চ্যাটার্জি, দিলীপ পালিত(বাংলা), অমিত দাশগুপ্ত(মহারাষ্ট্র), সি.সি.জ্যাকব, বি. দয়ানন্দ(কেরালা), জোয়াকিম ব্যারেটো(গোয়া) মিডফিল্ড প্রসূন ব্যানার্জি(সহ অধিনায়ক, বাংলা), তপন বসু(বাংলা), এস. কুমার, এ.দেবরাজ(কর্ণাটক) ফরোয়ার্ড সাবির আলি(অধিনায়ক, মহারাষ্ট্র), শিশির গুহ দস্তিদার, লতিফুদ্দিন, গোবিন্দ দাস(বাংলা), হরজিন্দার সিং(পঞ্জাব), মহম্মদ ইয়াকুব(কর্ণাটক)

কোচ অরুণ ঘোষ ও এস.এ. সালাম

ম্যানেজার দিলীপ ঘোষ

এশিয়ার মোট ১৬টি দেশ অংশ নিয়েছিল প্রতিযোগিতায়। চারটি গ্রুপে চারটি করে দল। ভারতের গ্রুপে ছিল হংকং, মায়ানমার (তখন বর্মা) ও লাওস। প্রসঙ্গত, বর্মার যুবদল এর আগে চারবার এশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ফলে, এসব শক্তিশালী দলের পাশে ভারতীয় ফুটবল দলের হারানোর কিছু ছিল না বলে, শুরু থেকেই তারা পূর্ণ উদ্যমে খেলা শুরু করলো। ১৮ ও ১৯ এপ্রিল(১৯৭৪), পরপর দুদিন ভারতের কাছে এক গোলের ব্যবধানে পরাজিত হল যথাক্রমে লাওস ও বর্মা। দুবারই গোলদাতা অধিনায়ক সাবির আলি। বরাবর যিনি দারুণ সুযোগসন্ধানী স্ট্রাইকার এবং হেডিং-এ অদ্বিতীয়। কিন্তু তার জন্যে বলটাও তো ঠিকঠাক সাপ্লাই দরকার। সেই কাজটা মিডফিল্ডের খেলোয়াড়েরা খুব ভালোই

করেছিলেন। বিশেষ করে, সহ অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জি শুরু থেকেই ছিলেন অনবদ্য।

২১ এপ্রিল গ্রুপের শেষ খেলা পড়ল শক্ত প্রতিপক্ষ হংকং-এর সঙ্গে। দুটো খেলায় জিতে তখন ভারতের যুব ফুটবলারেরা যথেষ্ট চনমনে। একবুক উৎসাহ নিয়ে খেলতে নেমে, ২-২ গোলে ম্যাচ অমীমাংসিত রাখলো ভারত। দুটি গোলই মহম্মদ ইয়াকুবের। এরই ফলে, ভারত হল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন।

এবার কোয়ার্টার ফাইনালে সামনে শক্তিশালী সিঙ্গাপুর। কঠিন লড়াই। এদিকে আবার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবার ফলে, ভারতকে নিয়ে অল্প অল্প প্রত্যাশা জন্ম নিয়েছে। তাই এতদিন অবধি, যা চলছিল খোলামনে, এবার সেখানে একটু চাপ তৈরি হচ্ছে। নক আউট স্তরের খেলা। হারলেই বিদায়। এসব মাথায় নিয়ে, সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে নামলো ভারত। ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয় তারা। তাই সিঙ্গাপুর প্রথমে গোল করলেও, একটুও ঘাবড়ায়নি ভারতীয় দল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁ পায়ের শিল্পী ফুটবলার হরজিন্দার সিং অসাধারণ গোল করে তা শোধ দিয়ে দিলেন। অবশেষে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ম্যাচ টাইব্রেকারে পৌঁছল। এবার জ্বলে উঠলেন গোলকিপার প্রশান্ত মিত্র। ভারতের শট চারবার প্রতিপক্ষের গোলে ঢুকলেও, বিপক্ষ একবারের বেশি পারলো না। হেরে গেল সিঙ্গাপুর। প্রত্যাশার পারদ আরও চড়লো।

যাদের মাটিতে খেলা, এবার তারাই বিরুদ্ধে। অর্থাৎ সেমিফাইনালে দুরন্ত থাইল্যান্ডের মুখোমুখি। সঙ্গে রয়েছে তাদের ঘরের মাঠের সমর্থন। থাইল্যান্ড ধরেই নিয়েছিল তারা ফাইনালে প্রায় চলেই গেছে। কিন্তু ভারতের খেলোয়াড়েরা মোটেই তা ভাবেনি। কোচ-খেলোয়াড় মিলে সুপরিকল্পিত স্ট্র্যাটেজি ছকে ৪-২-৪ সিস্টেমে খেলা শুরু করলো ভারতীয় দল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঝমাঠ দখলে নিয়ে নিলেন প্রসূন ও দেবরাজ। ডিফেন্সেও এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নন স্টপার জেকব আর অমিত দাশগুপ্ত। পাশাপাশি দুই উইং ব্যাক দয়ানন্দ আর দিলীপ পালিত মুহুর্মুহু ওভারল্যাপে গিয়ে প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে অতিষ্ঠ করে তুলছেন। এর সঙ্গে ফরোয়ার্ডে দুই উইঙ্গার ইয়াকুব আর লতিফুদ্দিনের দৌড়, সঙ্গে সাবির আলি, হরজিন্দারের ঘনঘন জায়গা বদল। থাইল্যান্ড দিশেহারা হয়ে উঠলো। আর ডিফেন্সের শেষ প্রতিনিধি, গোলকিপার প্রশান্ত মিত্র তো সব ম্যাচেই দুর্ভেদ্য ছিলেন। থাইল্যান্ড ভাবতেই পারেনি প্রতিপক্ষ এরকম বুদ্ধিদীপ্ত ও লড়াকু ফুটবল খেলতে পারে। অবশেষে, মহম্মদ ইয়াকুব আর সাবির আলির গোলে ভারত জিতলো ২-১ গোলে। একটা সময়ে ঝড়ের মতো থাইল্যান্ডের আক্রমণ আছড়ে পড়ছিল। কিন্তু ভারতের ডিফেন্স ছিল অনড়। এই ফলাফল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ছিল থাইল্যান্ডের কাছে। তায় আবার নিজেদের দেশে! কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তারা। প্রসঙ্গত, ভারতীয় দলে থাকা সব ফুটবলারকেই প্রত্যেকটি ম্যাচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলিয়েছিলেন কোচেরা এবং সবাই ভালো খেলেছিলেন।

এশীয় যুব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-এর ফাইনালে ভারত! বিপক্ষে ইরানের মতো এশিয়ার অন্যতম সেরা দল! যারা প্রত্যেকটা টীমকে একাধিক গোলে হারিয়ে এবং কোনও গোল না খেয়ে ফাইনালে উঠেছে। ভারতের কাছে এই আরোহণ স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল। যার এক কণাও শুরুতে তাঁদের ভাবনাচিন্তার মধ্যে আসেনি। দলে থাকা অন্যতম ফুটবলার তপন বসু বলছিলেন, 'আমরা কেন, কেউই ভাবেনি, ব্যাঙ্ককে আদৌ কিছু করতে পারবো আমরা। একটা পরিবারের মতো গোটা দল হৈ হৈ করতে করতে খেলতে গিয়েছিলাম। খেলেছিলাম খোলামেলা মনে। আর তাতেই একটার পর একটা ম্যাচ জিতে বা ড্র করে, একসময়ে দেখলাম ফাইনালে পৌঁছে গেছি। সবাই ভালো খেলেছিল। অরুণদা আর সালাম সাহেব আমাদের দারুণ গাইড করেছিলেন। আর ক্যাপ্টেন সাবিরভাই তো প্রায় প্রত্যেকটা ম্যাচে গোল করে টীমটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হেডটা তো ভালো ছিল। তাই বাকিদের কাছ থেকে সাপ্লাই পেলে, আসল কাজটা ঠিকঠাক করে দিতো। আর গোলকিপার প্রশান্ত মিত্র যা খেলেছিল, ভাবা যায় না! সবসময় বাকিদের দারুণ ভরসা দিতো। আজ ও নেই, এটা ভাবতেই খুব খারাপ লাগে।'

ফাইনালে অসম্ভব শক্তিশালী ইরানের বিরুদ্ধে এমন উচ্চতায় নিজেদের খেলাকে নিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় দল যে, প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ২-১ গোলে জিতছিল তারা। আরেকটু সময় কাটাতে পারলেই এককভাবে এশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতো ভারত। কিন্তু খেলার নির্দিষ্ট সময়ের অন্তিম ক্ষণে গোল শোধ করে দেয় ইরান। অতিরিক্ত সময় অবধি খেলা গড়িয়েছিল। কিন্তু ফলাফল শেষ অবধি অমীমাংসিতই থাকে। ভারতের হয়ে গোলদুটি করেছিলেন লতিফুদ্দিন ও সাবির আলি। সেদিন যেন নিজের দক্ষতাকে এক অবিশ্বাস্য উচ্চতায় তুলে, ইরানের মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়েছিলেন গোলকিপার প্রশান্ত মিত্র। অবশেষে, দুটি দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

সবারই জানা, চ্যাম্পিয়ন দল পাবে সোনা আর রানার্স আপ রুপোর পদক। কিন্তু, যখন দুটো দল যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হল, পদক কম পড়ে গেল। তাই, সোনা-রুপো মিলিয়ে পদক ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল দুটো দলকে। তার পর, নিজেদের মধ্যে লটারি করে প্রত্যেকে ঠিক করে নিয়েছিলেন কে কোনটা পাবেন। যেমন, গোবিন্দ দাসের ভাগ্যে এসেছিল সোনা, কিন্তু তপন বসুর কপালে জুটেছিল রুপো। বাকিদের ক্ষেত্রেও একইরকম হয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে কারুর মনে কোনও ক্ষোভের লেশমাত্রও তৈরি হয়নি। এমনই আন্তরিকতা। প্রসঙ্গত, এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের কয়েকজনের খেলা এতটাই অসামান্য হয়েছিল যে, ঐ বছরই সিনিয়র ভারতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন, প্রশান্ত মিত্র, সাবির আলি, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, লতিফুদ্দিন, দিলীপ পালিত। আর কিছু পরে, দেবরাজ ও জ্যাকব।

কিন্তু যা আশ্চর্যের ব্যাপার, এরকম গৌরবজনক জয় নিয়ে, যতটা উচ্ছ্বাস বা সম্মান-প্রদর্শন প্রত্যাশিত ছিল, তার ধারেকাছেও কিছু চোখে পড়েনি সেইসময়। নিজেদের দেশে যে সমাদর এই যুব ফুটবলারদের প্রাপ্য ছিল, তার প্রায় কিছুই তাঁরা পাননি। এমনকি, গোবিন্দ দাস বলছিলেন, দল যখন ফিরলো, প্রত্যেকে যেসব অল্পবিস্তর ছোটোখাটো জিনিস কিনে এনেছিলেন ব্যাঙ্কক থেকে, তার জন্যে তাঁদের duty চোকাতে হয়েছিল কলকাতা বিমানবন্দরের শুল্ক দপ্তরে। কিন্তু, এই জয়ের খবর পেয়েই, তখনকার দিল্লি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুভাষ চোপড়া, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে বলেছিলেন, ব্যাঙ্কক থেকে সোজা দিল্লিতে গোটা ভারতীয় দলকে আনতে। তিনি রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে সরকারি সংবর্ধনার ব্যবস্থা করবেন। আশ্চর্যজনক ভাবে, ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিরা তাতে আমলই দেননি! বলেছিলেন, কলকাতার বিমানের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। এখন আর পালটানো সম্ভব নয়। যেমন ঠিক আছে, সেইমতো দল কলকাতাতেই যাবে। কলকাতা বিমানবন্দরে ফুটবল কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র বেচু(মণীন্দ্র) দত্তরায় ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সংবাদমাধ্যমকেও সেইভাবে দেখা যায় নি। সবটাই ছিল কীরকম যেন আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন।

কেন্দ্র বা রাজ্য, কোনও সরকারের পক্ষ থেকেই সংবর্ধনা পাননি এশীয় জয়ী দলটি। একমাত্র মোহনবাগান ক্লাব নিজেদের তাঁবুতে সম্মান জানিয়েছিল যুব ফুটবলারদের। প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল একটা করে সুটকেস। এছাড়া, গোবিন্দ দাসের কাছে জানা গেল, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী নাকি কলকাতার কোনও এক ক্লাবঘরে, এই দলের যারা সেইসময় কলকাতায় ছিলেন, তাঁদের ডেকে, প্রত্যেককে একটি করে স্মারক দিয়ে ছোটো সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করেছিলেন।

এশীয় যুব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত-ইরানের ফাইনাল খেলাটি হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ৩০ এপ্রিল। সেই হিসেবে, এ বছর সেই জয় তার ৫০ বছরে পা রেখেছে। সেই কথা মাথায় রেখে, গত ৩০ এপ্রিল কলকাতার হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনালে চ্যাম্পিয়ন যুব দলকে সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। বর্তমানে সেই দলের জীবিত খেলোয়াড়দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের অধিনায়ক সাবির আলি, শিশির গুহ দস্তিদার, গোবিন্দ দাস, দিলীপ পালিত, এস.কুমার(কর্ণাটক) ও সি. জেকব(কেরালা)। এছাড়া, বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে, ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আই.এফ.এ) চেয়ারপার্সন, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সুব্রত দত্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনির্বাণ দত্ত। শুরুতে এ.আই.এফ.এফ-এর মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর জয়দীপ বসুর সঞ্চালনায় উপস্থিত ছয় খেলোয়াড়ের হাতে স্মারক তুলে দেন কল্যাণ চৌবে। দলের কোচ অরুণ ঘোষ অসুস্থ বলে আসতে না পারায়, তাঁর হয়ে স্মারক গ্রহণ করেন তাঁর জামাতা বিখ্যাত টেবিল টেনিস খেলোয়াড় নূপুর সাঁতরা। এর পর, দীর্ঘ সাংবাদিক বৈঠকে খেলোয়াড়েরা স্মৃতিচারণ করেন ৫০ বছর আগের সেই খেলার। শেষে প্রীতিভোজের আয়োজন ছিল। সবমিলিয়ে এক আন্তরিক পরিবেশে আয়োজিত হল সেদিনের অনুষ্ঠান।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com